# জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in


## ফেরার বার্তা

বাংলাদেশে ফিরতে চান শেখ হাসিনা। বুধবার প্রায় দু'বছর পর ভার্চুয়ালে সরাসরি জানালেন বাংলাদেশ সরকার আমাকে জেলে ভরলেও দেশে ফিরব ডিসেম্বরে বিজয়োৎসবের দিনে। হাসিনার সঙ্গে ছিলেন পুত্র জয় ও ক্রিকেটার সাকিব

## ভয়াবহ দুর্যোগ

দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই ঝোড়ো হাওয়া ও বজ্রপাতের আশঙ্কা। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে ৭ থেকে ২০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত ভারী থেকে অতি-ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। জারি কমলা সতর্কতা

## আগামী অর্থবর্ষ থেকে প্লাস্টিকের নোট চালুর ভাবনা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের

## বিরল ঘটনা, সাসপেন্ড বিধানসভার মার্শাল

বর্ষ - ২২, সংখ্যা ৬৬ • ৬ অগাস্ট, ২০২৬ • ২০ শ্রাবণ ১৪৩৩ • বৃহস্পতিবার • দাম - ৪ টাকা • ১৬ পাতা • Vol. 22, Issue - 66 • JAGO BANGLA • THURSDAY • 6 AUGUST, 2026 • 16 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA


## পুলিশের নির্লজ্জ পদক্ষেপ

# বিজেপির হাতে তছনছ হওয়া তৃণমূলের পার্টি অফিস সিল করা হল

**প্রতিবেদন :** বিজেপির রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের পরিধি যত বাড়ছে, পুলিশও তালমিলিয়ে নির্লজ্জ ও ন্যক্কারজনক কাণ্ড ঘটিয়ে চলেছে। বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে ফের একবার পুলিশের তাঁবেদারি ভূমিকা প্রকট হয়ে গেল। তৃণমূলের পার্টি অফিসে দুষ্কৃতী তাণ্ডব চালিয়ে তছনছ করে গেল বিজেপি। আর পুলিশ রাতের অন্ধকার এসে তৃণমূলের কার্যালয়কেই সিল করে দিয়ে গেল। এ কেমন দ্বিচারিতা? রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা আজ কোথায় নেমেছে, তা প্রতি পদে পদে ধরা পড়ে যাচ্ছে। মাত্র তিন মাসেই রাজ্যে ন্যায়বিচারের গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটেছে।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিজেপি-আশ্রিত দুষ্কৃতী হানা দিয়েছিল কালীঘাটে তৃণমূলের ৮৩ নম্বর ওয়ার্ডের কার্যালয়ে। শ'দেড়েকের গুন্ডাবাহিনী লাঠি, রড ও আগ্নেয়াস্ত্র হাতে অফিসে ঢুকে তাণ্ডব চালায়। এই পার্টি অফিসটিতে বসেন প্রাক্তন কাউন্সিলর প্রবীর মুখোপাধ্যায়। তিন দশকের পুরনো পার্টি অফিসটি নির্বিচারে হামলা-তাণ্ডব চালানোর পর পুলিশের কাছে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানানো হয়েছিল। কিন্তু পুলিশ নিষ্ক্রিয় থাকে। শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ও বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়েরা রাত পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকে অফিস উদ্ধার করেন দুর্বৃত্তদের কাছ থেকে। (এরপর ৬ পাতায়)

## দিদি দিয়েছেন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার

# ডাবল ইঞ্জিনের তিন মাসে উধাও অন্নপূর্ণা

**প্রতিবেদন :** ভোটের ময়দানে জিততে অন্নপূর্ণা যোজনা যে একটা রাজনৈতিক গিমিক ছিল নয়া সরকারের তিনমাস পেরোতে না পেরোতেই তা স্পষ্ট হল। অন্নপূর্ণার লোভ দেখিয়ে কৌশলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা-বোনেদের জন্য চালু করা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারও এই জুমলা পার্টি বন্ধ করে দিল। এমনকী বিজেপির মহিলা কর্মীরা পর্যন্ত এই বিষয়ে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন। হাবড়া থেকে হাওড়া, হিঙ্গলগঞ্জ থেকে হাড়োয়া— সব জায়গার ছবিটা একই। প্রশাসনের দরজায় গিয়ে দরবার করলেও মিলছে না উত্তর। কারণ প্রশাসনিক কর্তারাও অন্ধকারে। তাঁদেরও সঠিক তথ্য জানা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে বড় বড় মাথারা।

মাসের পর মাস পেরিয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত ঢোকেনি অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা। ইতিমধ্যেই আরামবাগের কয়েকশো উপভোক্তা হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছেন আগামী ১০ দিনের মধ্যে টাকা না ঢুকলে জাতীয় সড়ক অবরোধ করবেন তাঁরা। অন্নপূর্ণা যোজনার প্রাপ্য অর্থ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে না ঢোকায় রাজ্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন বিভিন্ন জেলার হাজার হাজার মহিলা সুবিধাভোগী। নির্ধারিত সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সত্ত্বেও মাসের পর মাস টাকা না মেলায় দিকে দিকে মহকুমা শাসকের দফতরের সামনে তুমুল বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন উপভোক্তারা। বিক্ষোভকারী মহিলাদের স্পষ্ট আলটিমেটাম— আগামী ১০ দিনের মধ্যে যদি তাঁদের বকেয়া টাকা অ্যাকাউন্টে জমা না পড়ে, তবে তাঁরা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন। আন্দোলনকারী মহিলাদের অভিযোগ, জুন মাস থেকে রাজ্য (এরপর ৬ পাতায়)

## দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

### বর্ষা ভাদর

কর্কশ ক্রন্দনে কাকজোছনা ভোর,
আলোর ব্যস্ততর বৈতরণি পার।
বিবর্ণ ধুলোর ছাই রাঙা আকাশে,
মরুকল্যাণে ধূসরিত ভার
শতচ্ছিদ্রতার আচ্ছন্ন
শূন্যতাও আত্মার ধিক্কারে বিস্মৃতা
ক্ষুদ্র বিষণ্ণ সূর্যর অভিমানে আজ
সহজ সর্বগ্রাসী দরিদ্রতা সংগঠিত।।
ভাষণ ভাসনে-ভাসন একাদশী
কলির অবতার কালনাগিনী
শক্তির নির্মমতা, গোবেচারা নিরুদ্দেশ
মনের মুদ্রাদোষে লোকদেখানি।
ফিসফাস ষড়যন্ত্র শাসকঘরে,
শক্তির নির্মমতা জাদুঘরে-
সম্পূর্ণ ঈর্ষায় প্রতিহিংসা ইশারা
ভাবে সবাই একঘরে।
গরমের আগুনের অহর্নিশ অহঙ্কারে
অপেক্ষা করো বর্ষা ভাদরের।।

# ঘোষণা করার পরেই প্রবল বিরোধিতায় পঞ্চায়েতের বর্ধিত করের সিদ্ধান্ত বাতিল

**প্রতিবেদন :** গ্রামবাংলার গরিব মানুষের পকেট কাটার সুকৌশলী ছক কষেও শেষমেশ প্রবল জনরোষের মুখে পড়ে পিছু হঠতে বাধ্য হল রাজ্যের বিজেপি সরকার। পঞ্চায়েত কর একধাক্কায় বৃদ্ধি করে পরিবারপিছু ১২০০ টাকা চাপিয়ে দেওয়ার যে সর্বনাশা ফন্দি আঁটা হয়েছিল, তা ফাঁস হয়ে যেতেই এখন 'গুজব' আর 'ভুল ব্যাখ্যা'র ধোঁয়াশা তৈরি করে নিজেদের পিঠ বাঁচাতে মরিয়া হয়ে উঠেছে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতর। প্রশাসন এখন নির্লজ্জের মতো সাফাই গাইছে যে, একটি বিশেষ মহল নাকি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে। কিন্তু রাজ্যের সচেতন মানুষ খুব ভালো করেই জানেন, ষোড়শ অর্থ কমিশনের সুপারিশের দোহাই দিয়ে যে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) জারি করে নিঃশব্দে এই বিপুল করের বোঝা চাপানোর ব্লু-নকশা তৈরি হয়েছিল, তা জনসমক্ষে আসতেই প্রমাদ গোনেন নবান্নের কর্তারা। যদি গোটা বিষয়টি নিছকই গুজব বা বিভ্রান্তি হয়ে থাকে, তবে তড়িঘড়ি সেই নির্দেশিকা প্রত্যাহার করতে হল কেন? নির্দেশিকা প্রত্যাহারই চোখে আঙুল দিয়ে প্রমাণ করে দিচ্ছে যে, কর বৃদ্ধির এই জনবিরোধী চক্রান্ত কোনও গুজব ছিল না, বরং তা ছিল কোষাগারের চরম দৈন্যদশা ঢাকতে গ্রামের সাধারণ মানুষের রক্ত চোষার এক পরিকল্পিত সরকারি বন্দোবস্ত। আগের নিয়মেই অর্থাৎ বাড়ি-পিছু ২৩৩ টাকা করেই কর আদায় হবে বলে এখন যে অভয়বাণী শোনানো হচ্ছে, তা আসলে চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে যাওয়ার পর এক চূড়ান্ত হাস্যকর ড্যামেজ কন্ট্রোল। পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩-এর দোহাই দিয়ে সরকার এখন সাধু সাজার চেষ্টা করলেও, গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষ বুঝে গিয়েছেন যে সুযোগ পেলেই কীভাবে পিছনের দরজা দিয়ে ফতোয়া জারি করে করের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হতে পারে। বিরোধীদের বা কোনও কাল্পনিক মহলের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিজেদের হঠকারী সিদ্ধান্ত থেকে পিছু হঠার (এরপর ৬ পাতায়)

## ২৩৩ থেকে বাড়িয়ে টার্গেট করা হয়েছিল ১২০০ টাকা!

# স্পিকারের মদতে শুধু বিজেপি আর বালিশ স্ট্যান্ডিং কমিটিতে

**প্রতিবেদন :** বিধানসভার পবিত্র অলিন্দে গণতন্ত্র হত্যার এক নির্লজ্জ ও নজিরবিহীন 'গট-আপ' নাটক দেখল রাজ্যবাসী। স্পিকারের মদতে শাসকদল বিজেপি এবং তাদের পোষ্য তথাকথিত বিরোধী দল বা 'বালিশ শিবির'-এর মধ্যে স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলি কার্যত নির্লজ্জভাবে ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে গেল। দীর্ঘদিনের সংসদীয় রীতিনীতিকে পদদলিত করে, তৃণমূল কংগ্রেসের পরিষদীয় দলনেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিন্দুমাত্র আলোচনা ছাড়াই কমিটিগুলি গঠন করা হয়েছে। সবথেকে বড় প্রহসন হল, পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির (পিএসি) মতো অতি-গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে বালিশ-শিবিরের বিধায়ক কানাইয়ালাল আগরওয়ালের হাতে! বিরোধী শিবিরের হাতে যাওয়া দশটি স্থায়ী কমিটির মধ্যে ন'টিই কুক্ষিগত করেছে বিজেপির বি-টিম বেইমানদের দল। আর যে প্রবীণ নেতারা প্রকৃত অর্থে সরকারের জন বিরোধী (এরপর ৬ পাতায়)

# নানা রকম



## তারিখ অভিধান

### ২০১২
**কিউরিয়োসিটি**

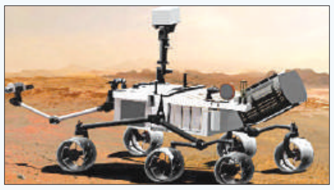

নামল লালগ্রহ মঙ্গলের মাটিতে। নাসার এই রোবটের মতো মহাকাশ যানটি অবতরণের পর থেকেই মঙ্গল গ্রহের একটার পর একটা ছবি পাঠাতে শুরু করে

### ১৮৮১ আলেকজান্ডার ফ্লেমিং

(১৮৮১-১৯৫৫) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে এই ব্রিটিশ বিজ্ঞানী পেনিসিলিন আবিষ্কার করেন। এজন্য ১৯৪৫-এ তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।

### ১৯২৬

**গারট্রুড এডারলি** (১৯০৫-২০০৩) এদিন ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেন। এই মার্কিন সাঁতারু প্রথম মহিলা, যিনি এই কৃতিত্বের অধিকারী হন। সংবাদমাধ্যম তাঁর নাম দিয়েছিল 'ঢেউয়ের রানি'। এর আগে ১৯২৪-এর প্যারিস অলিম্পিকে তিনি একটা সোনা ও দুটো ব্রোঞ্জ জেতেন। এডারলির আগে সবচেয়ে কম সময়ে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেওয়ার রেকর্ডটি ছিল ইংরেজ সাঁতারু ম্যাথিউ ওয়েবের। ৫১ বছর সেই রেকর্ড কেউ ভাঙতে পারেনি। এদিন মাত্র ২০ বছর বয়সি এডারলি ম্যাথিউয়ের চেয়ে এক ঘণ্টা ৫৯ মিনিট কম সময়ে ইংলিশ চ্যানেল পার হন।

### ১৯৬২

**জামাইকায়** ৩০০ বছরের ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটল এদিন। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে কমনওয়েলথের সদস্য হল এই দেশ। আলেকজান্ডার বাস্টামান্তে এই স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রথম প্রধানমন্ত্রী।

### ১৯৯০
**সাদ্দাম হুসেনের**

ইরাকের ওপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করল রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ। চারদিন আগেই কুয়েত অভিযান চালিয়েছিলেন সাদ্দাম। তারই প্রতিক্রিয়ায় এই নিষেধাজ্ঞা জারি।

### ১৯২৫

**রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের** (১৮৪৮-১৯২৫) তিরোধান দিবস। ব্রিটিশ শাসনাধীন বাংলায় নিয়মতান্ত্রিক বেদন-নিবেদনমূলক রাজনীতির একজন প্রধান-পুরোধা পুরুষ। ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ রোধে তাঁর নেতৃত্বে তীব্র আন্দোলন শুরু হয়। এজন্য তাঁর নাম হয়ে দাঁড়ায় 'সারেন্ডার-নট সুরেন্দ্রনাথ'। ১৯২৩ সালে মডারেট রাজনীতিক সুরেন্দ্রনাথ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে ভোটে হেরে রাজনীতি থেকে অবসর নেন। তাঁর লেখা 'আ নেশন ইন মেকিং' ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি মূল্যবান দলিল।

### ১৯০৬ কার্তিক বসু

(১৯০৬-১৯৮৪) এদিন কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রিটে জন্ম নেন। ১৯৩৮-৩৯ সালে রঞ্জি জয়ী বাংলা দলের সদস্য। ক্রিকেটারের থেকেও বেশি পরিচিত কোচ হিসেবে। জীবদ্দশাতেই প্রবাদে পরিণত হয়েছিলেন এই ব্যাটসম্যান।

### ১৯৪৫ হিরোশিমাতে

হিরোশিমাতে এদিন মার্কিন বোমারু বিমান বি-২৯ পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করে। বোমাটির পোশাকি নাম 'লিটল বয়'। সেই ছোট্ট ছেলের হামলায় লক্ষাধিক মানুষ নিহত হন। এই ঘটনার ন'দিনের মধ্যে জাপান মিত্র শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অক্ষশক্তির হার নিশ্চিত হয়।

## ছবি-খবর

■ নিজের হাতে আঁকা নেত্রীর ছবি। কালীঘাটে গিয়ে নেত্রীর হাতে সেটি তুলে দিলেন ১১৫ নং ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী অরিজিৎ নন্দী। নেত্রী বলেছেন, তিনি ছবিটি তাঁর অফিসে টাঙিয়ে রাখবেন।

■ হুগলির বৈদ্যবাটিতে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের সাংগঠনিক বৈঠক।

■ এই ছবি পোস্ট করে অনুপম হাজরার সমাজমাধ্যমে সরস মন্তব্য— 'আমাদের এক আত্মীয়...এক ছোট্ট বাচাল বোনু...যিনি গতকাল দিল্লিতে আয়োজিত আমাদের ভোজ বাড়িতে সবুজ শাড়ি পরে খেতে এসেছিলেন, খেয়ে আবার ঢেকুরও তুলেছেন বলে খবর বিশেষ সূত্রে...'

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

## শব্দবাংলা-১৭৮৬

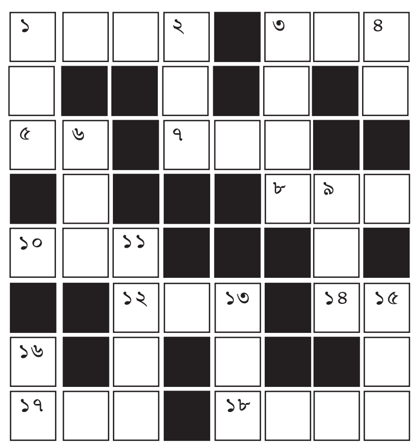

**পাশাপাশি :** ১. নির্বোধি ৩. দ্রব্য, জিনিস ৫. উপকার ৭. দ্রুততা, চটপটে ভাব ৮. বিত্তহীন মানুষ ১০. অর্থাদির প্রাপ্তিস্বীকারপত্র ১২. বাড়ন্ত ১৪. নদী, তটিনী ১৭. দলের নেতৃত্ব ১৮. বলবান।

**উপর-নিচ :** ১. ঔষধাদির শোধন ২. উগ্র, বদমেজাজি ৩. ষড়যন্ত্র ৪. গরমের কাল, নিদাঘ ৬. পারস্যের ভাষা ৯. ভাগ্য, অদৃষ্ট ১১. পাহারা দেবার কাজ ১৩. চঞ্চল ১৫. অব্দ, সন ১৬. ঘা মেরে বসানো।

■ শুভজ্যোতি রায়

**সমাধান ১৭৮৫ : পাশাপাশি :** ১. খাবারদাবার ৬. জমি ৮. কাজিয়া ৯. হকদার ১০. নেত্ররোগ ১২. অধর ১৩. ইলা ১৫. ভগ্নমনোরথ। **উপর-নিচ :** ২. বানিয়া ৩. দাবদাহ ৪. রজ ৫. পাকা ধানে মই ৭. মিহিরকিরণ ১১. গতক্লম ১২. অগোর ১৪. লাভ।

## ১ জুলাই কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

| | |
|---|---|
| পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম) | ১৪৫৫০০ |
| গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম) | ১৪৬২০০ |
| হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম) | ১৩৮৯৫০ |
| রুপোর বাট (প্রতি কেজি) | ২২৬৭৫০ |
| খুচরো রুপো (প্রতি কেজি) | ২২৬৮৫০ |

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি)

## মুদ্রার দর (টাকায়)

| মুদ্রা | ক্রয় | বিক্রয় |
|---|---|---|
| ডলার | ৯৫.৫৮ | ৯৬.৫৪ |
| ইউরো | ১১০.১৩ | ১১১.২২ |
| পাউন্ড | ১২৮.৮৪ | ১৩০.৩৩ |

## নজরকাড়া ইনস্টা

■ মিমি দত্ত, সঙ্গে কাজল

■ তৃণা সাহা

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা-৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও আকবর-ই-মশরিক প্রাইভেট লিমিটেড, ১০/৩, তালবাগান লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৭ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা-৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed at AKHBAR-E-MASHRIQ PVT. LTD., 10/3, Talbagan Lane, Kolkata-700 017
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No.15 dt. 19/7/21
City Office : 234/3A, A.J.C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
আমার শহর
৩
৬ অগাস্ট
২০২৬
বৃহস্পতিবার
6 August, 2026 • Thursday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত স্কুটার আরোহী। শালিমার স্টেশন থেকে আন্দুলের দিকে যেতে গিয়ে দুর্ঘটনা। মৃতের নাম মহম্মদ সাজ্জাদ (৪০)। বাড়ি শিবপুর কাজিপাড়া এলাকায়। চালক পলাতক

## এই রাজ্য সরকারের নিজস্ব কিছুই নেই

# তৃণমূলের প্রকল্পের নাম ভাঁড়িয়ে মুখরক্ষা করতে চাইছে বিজেপি

**প্রতিবেদন :** রাজ্যের ক্ষমতার পালাবদলের পর প্রথম স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান ঘিরেও ধরা পড়ল বর্তমান বিজেপি সরকারের চরম রাজনৈতিক দেউলিয়া দশা। আগামী ১৫ অগাস্ট রেড রোডের অনুষ্ঠানে ট্যাবলোর যে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছাড়া এই সরকারের নিজস্ব কোনও রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক মূলধনই নেই। তৃণমূল জমানার জনপ্রিয় এবং সফল প্রকল্পগুলির গায়ে কেবল নতুন রঙের পোঁচ দিয়ে, নাম বদলে সস্তার চমক দেওয়ার এক নির্লজ্জ প্রদর্শনী হতে চলেছে এবারের স্বাধীনতা দিবস।

যে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' বাংলার ঘরে ঘরে মহিলাদের স্বনির্ভরতার প্রতীক হয়ে উঠেছিল, আজ তাকেই নির্লজ্জের মতো 'অন্নপূর্ণা যোজনা'

নাম দিয়ে নিজেদের বলে চালানোর অপচেষ্টা হচ্ছে। আবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্কপ্রসূত 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ'-এর মতো সফল কর্মসূচিকে রাতারাতি 'পথ নিরাপত্তা' নাম দিয়ে নিজেদের কৃতিত্ব জাহির করার এই মরিয়া চেষ্টা আসলে নতুন সরকারের চরম দিশাহীনতারই অকাট্য প্রমাণ। মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ১২টি ট্যাবলোর মাধ্যমে যে উন্নয়নের খতিয়ান পেশ করার কথা বলা হচ্ছে, তা আদতে ধার করা পালকে নিজেদের সাজানোর এক চূড়ান্ত প্রহসন। বাংলার মানুষের জন্য নিজস্ব কোনও উন্নয়নমূলক ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করার মুরোদ যে এই সরকারের নেই, তা ক্ষমতায় আসার কয়েক মাসের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে গেল। তাই বাধ্য হয়েই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবনীর ওপর নির্ভর করে এবং কেন্দ্রের প্রকল্পের স্তুতি গেয়ে নিজেদের মুখরক্ষার চেষ্টা করতে হচ্ছে প্রশাসনকে। স্বাধীনতা দিবস জাতির গর্ব ও ঐক্যের প্রতীক, তাকেও এভাবে নির্লজ্জ রাজনৈতিক প্রচার, পূর্বতন সরকারের কাজের নাম বদল এবং গৈরিকীকরণের সস্তা মঞ্চে পরিণত করার এই ছক রাজ্যের গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক ঐতিহ্যের ওপর এক চরম আঘাত। নিজেদের নতুন কিছু করার ক্ষমতা না থাকলে যে এভাবেই অপরের তৈরি করা সাফল্যের উপর নাম সেঁটে দিয়ে হাততালি কুড়োতে হয়, রেড রোডের কুচকাওয়াজ এবার সেই চরম রাজনৈতিক দেউলিয়াপনারই সাক্ষী থাকতে চলেছে।

# মার্শালের সাসপেন্ডে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার দাবি কুণালের

## বিধানসভার ইতিহাসে কলঙ্ক

**প্রতিবেদন :** বিধানসভার ইতিহাসে কলঙ্ক লেপে ২০০৭ সাল থেকে কর্মরত অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও সম্মাননীয় মার্শাল দেবব্রত মুখোপাধ্যায়কে সাসপেন্ড করা হয়েছে। এই বিষয়ে একাধিক প্রশ্ন তুলে দিয়ে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য স্পিকারের হস্তক্ষেপ চাইলেন তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ। তাঁর আবেদন, স্পিকার নিজে বিষয়টি খতিয়ে দেখুন এবং প্রয়োজনে সাসপেনশনের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা করুন। একই সঙ্গে তাঁর দাবি, বিধানসভার ইতিহাসে এই প্রথম কোনও মার্শালকে এভাবে সাসপেন্ড করা হল। এই পদক্ষেপকে তিনি 'নজিরবিহীন' বলে উল্লেখ করে বলেন, যে কারণে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তাতে এই ধরনের শাস্তি দেওয়া যায় না। কুণালের স্পষ্ট কথা, তিনি দীর্ঘদিন ধরে বিধানসভার কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর দাবি, ২০০৭ সাল থেকে দেবব্রত মুখোপাধ্যায় মার্শাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এবং একাধিক স্পিকারের আমলে তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন। এমনকী তাঁকে বিধানসভা থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল এই মার্শালকে দিয়েই। তবুও তিনি তাঁর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ করেননি বরং এখন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ঊর্ধ্বে উঠে মার্শালের পাশে দাঁড়াচ্ছেন। তিনি মনে করেন, মার্শালের প্রতি অন্যায় করা হয়েছে। শোকজের জবাব পাওয়ার পর বিষয়টি প্রশাসনিক স্তরেই মিটিয়ে ফেলা যেত। তাঁর প্রশ্ন, বিধানসভার প্রধান সচিবের আদৌ মার্শালকে সাসপেন্ড করার এক্তিয়ার রয়েছে কি না। নেপথ্যে অন্য কোনও উদ্দেশ্য বা রাজনৈতিক প্রভাব রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

## ফের বারুইপুরে শ্লীলতাহানি

**সংবাদদাতা, বারুইপুর:** আবার সেই বারুইপুর, আবার সেই নাবালিকা, আবারও এক শ্লীলতাহানির ঘটনা। প্রশাসনের চোখে ঠুলি, মুখে কুলুপ। কেন এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে সেই নিয়ে কোনও উত্তর নেই। সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ, ছোট ভাইকে স্কুল থেকে নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে তাদের পথ আটকে মোবাইল নম্বর চায় অভিযুক্তরা। এরপর অশালীন আচরণ করে হাত ধরে টানাটানি এবং জোর করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ।

নাবালিকার চিৎকারে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে এক নাবালককে ধরে ফেলেন। পরে খবর পেয়ে বারুইপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাকে আটক করে। পরিবারের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়। তদন্তের অগ্রগতিতে আরও এক নাবালককে আটক করেছে পুলিশ। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় উদ্বেগ ছড়িয়েছে। নাবালকরা কীভাবে দিনের আলোয় প্রকাশ্যে এই কুকীর্তি করার সাহস পাচ্ছে তাই নিয়েই অবাক হচ্ছেন সকলে।

# ৩ মাসেই তোলবাজিতে 'ডাবল-ডেকার' বিজেপি

**প্রতিবেদন :** ডাবল ইঞ্জিন বিজেপির ডাবল ডেকার তোলাবাজি শুরু বাংলায়। ক্ষমতায় এসেই তিনমাসে তোলাবাজ নেতার বাড়বাড়ন্ত বঙ্গ বিজেপিতে! প্রতিদিন কোনও না না কোনও বিজেপি নেতা গ্রেফতার হচ্ছে তোলাবাজির ঘটনায়। রাজ্যে একটা না একটা জায়গা থেকে আসছে তোলাবাজির খবর। নিজেদের মুখ রাখতে ২২ জনকে সাসপেন্ড করেছে বিজেপি। তিন মাস হয়নি একটা সরকারের, সেখানে শীর্ষ নেতৃত্বকে সতর্ক করতে হচ্ছে তোলাবাজি নিয়ে। বিজেপির রাজ্য সভাপতি বার্তা দিয়েছেন, শুধু তাই নয়, নিজেদের দলের সদস্যদের তোলা বাজি নিয়ে আসরে নেমেছেন দুই মন্ত্রীও। খোদ মুখ্যমন্ত্রীকেও ময়দানে নামতে হয়েছে বিজেপির মন্ত্রীদের পর পর এই তোলাবাজি নিয়ে দলের সদস্যদের সতর্ক করতে নামায় একপ্রকার প্রমাণ হয়েই গিয়েছে একটা বড় অংশ এই তোলাবাজিতে ঢুকে গেছে। বিজেপির এই তোলাবাজির বাড়বাড়ন্ত নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করেছেন তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ। বুধবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বিধায়ক বলেন, বিজেপি যা তোলাবাজি শুরু করেছে তাতে ছয়মাস থেকে একবছরের মধ্যে টুলু মিনি টুলু হয়ে যাবে। বিজেপির তোলাবাজির শাখাপ্রশাখা গজিয়ে উঠছে। দিকে দিকে সব তোলাবাজরা জেগে উঠেছে। জামুড়িয়ার তোলাবাজির প্রসঙ্গ উঠতেই বিধায়ক বলেন, এটা চারদিকে চলছে। তৃণমূলকে মিথ্যা মামলা দিয়ে তোলা তুলছে। বিজেপি হল ডবলডেকার তোলাবাজ। এরপরই বিজেপির নতুন নতুন প্রকল্প করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে সরব হন বিধায়ক। মানুষকে মিথ্য প্রতিশ্রুতি না দিয়ে চলতি প্রকল্পগুলি মানুষের কাছে সঠিকভাবে সময়মতো পরিষেবা দিক, এটাই চায় তৃণমূল।

## স্থগিতাদেশের মেয়াদ বৃদ্ধি

**প্রতিবেদন :** ডায়মন্ডহারবার আমতলার রোডে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পার্টি অফিস ভাঙায় অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশের মেয়াদ বাড়াল হাইকোর্ট। বুধবার বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ নির্দেশ দিয়েছেন, আগামী ২১ আগস্ট পর্যন্ত ওই এলাকায় স্থিতাবস্থা বজায় থাকবে। আগামী ২০ আগস্ট এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে। গত মাসের শেষেই আমতলায় দলীয় কার্যালয় ভাঙার প্রক্রিয়ার ওপর অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ দিয়েছিল আদালত। সেই নির্দেশ অনুযায়ী ৬ আগস্ট পর্যন্ত স্থিতাবস্থা বজায় ছিল। বুধবার মামলার শুনানির পর স্থগিতাদেশের মেয়াদ আরও বাড়ল।

## আপাতত 'সারপ্লাস' বদলি নয়

**প্রতিবেদন :** আপাতত প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের 'সারপ্লাস' বা উদ্বৃত্ত বদলি করা যাবে না। বুধবার এমনই অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি বিভাস পট্টনায়েক জানান, রাজ্য 'সারপ্লাস' বদলির জন্য নতুন এসওপি অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ ও অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া চালাতে পারবে। শিক্ষকরা বদলির আবেদনও জমা দিতে পারবেন। তবে সেই ভিত্তিতে কাউকে এখনই বদলি করা যাবে না। আগামী বুধবার মামলার পরবর্তী শুনানি। সম্প্রতি ১৫ ও ২৪ জুলাই দু'দফায় 'সারপ্লাস' বদলির এসওপি প্রকাশ করে রাজ্য। ছাত্র-শিক্ষক অনুপাতে ভারসাম্য আনতেই এই সিদ্ধান্ত। ২০০৯ সালের শিক্ষার অধিকার আইন অনুযায়ী প্রতি ৩০ জন পড়ুয়ায় ১ জন শিক্ষক থাকার কথা। কিন্তু রাজ্যের বহু স্কুলেই সেই অনুপাত নেই।

# বেড়াতে বেরিয়ে মাথায় তাল পড়ে মৃত্যু ১৪ মাসের শিশুর

**সংবাদদাতা, হাওড়া :** গাছ থেকে তাল পড়ল ১৪ মাসের শিশুর মাথায়। মর্মান্তিক পরিণতি হল শিশুটির। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা হাওড়ার আমতা। এই ঘটনাকে ঘিরে শোকস্তব্ধ এলাকা। মৃত শিশুর নাম আকিফা সুলতানা। মঙ্গলবার বিকেলে তিন

চাকার সাইকেলে চেপে সে বেড়াতে বেরিয়েছিল দিদির সঙ্গে। ওইসময় গাছ থেকে তাল তার মাথায় পড়ে। মুহূর্তের মধ্যেই নাক-মুখ দিয়ে রক্ত বের হতে থাকে। ঘটনার আকস্মিকতায় হতচকিত হয়ে পড়ে ওই শিশুটির দিদি। ছুটে আসেন বাড়ির লোক ও প্রতিবেশীরা। পরিবারের লোকজন সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিয়ে যায় স্থানীয় বিবি ধর গ্রামীণ হাসপাতালে। সেখানে শিশুটির অবস্থার অবনতি হওয়ায় কলকাতার এসএসকেএমে স্থানান্তরিত করা হয়। গভীর রাতে শিশুটির মৃত্যু হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, তালগাছটি অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে রাস্তার ওপরে ছিল। কারও মাথায় যেকোনও সময় তাল পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। তাই গাছটি কেটে নিতে বলা হয়েছিল। কিন্তু তা কাটা হয়নি। অবশেষে এই দুর্ঘটনার পর প্রশাসন তৎপর হয়। বুধবার কাটা হয় তালগাছটি।

# সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা — মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
6 August, 2026 • Thursday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা — মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

## কেওড়াতলা পার

এ কোন অরাজক রাজ্যের চিত্র দেখছি আমরা! পুলিশ-প্রশাসনের নিরপেক্ষ হওয়া তো দূরে থাক, বিজেপি-আরএসএসের ক্যাডার বাহিনীর ভূমিকায় নেমে পড়েছে তারা। এমন নির্লজ্জ ভূমিকা এর আগে দেখা যায়নি। মঙ্গলবার ৮৩ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিসে হামলা চালায় বিজেপি। শ'দেড়েক গুন্ডা ঢুকে পড়ে। তছনছ করে পার্টি অফিসের সব কিছু। ঘটনা ঘটছে যখন পুলিশ জেনেও আসেনি। দলের দুই নেতা গিয়ে অভিযোগ জানান। আশ্চর্যের হল, গভীর রাতে পুলিশ এল। কিন্তু সিল করে দিল তৃণমূলেরই অফিস! কেন? শুনুন পুলিশ কী বলছে? তারা বলছে, পার্টি অফিস খোলা থাকলে আইন-শৃঙ্খলা ঠিকঠাক রাখা যাচ্ছে না। ভাবুন, বিজেপির গুন্ডারা পার্টি অফিস ভাঙল। তাদের গ্রেফতার করা দূরে থাক, পুলিশ সেই পার্টি অফিসে তালা লাগিয়ে বলল, তারা আইন-শৃঙলা সামাল দিতে পারছে না! এই পুলিশ-প্রশাসন চুড়ি পরে বসে রয়েছে বললে ভুল হবে, এরা আসলে দুষ্কৃতীদের মদতদাতা। বেআইনি কাজকে উৎসাহ দিয়ে সেটারই সামাজিকীকরণ করতে চলেছে! যারা ভাবছে, ক্ষমতা আমাদের, তাই যা খুশি তাই করার অধিকার রয়েছে— আসলে এরা ভুল ভাবছেন। মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। বাংলা ছবির সেই ডায়ালগটা মনে আছে... পাবলিকের মার, কেওড়াতলা পার...।

## e-mail থেকে চিঠি

### মোদি-শাহের উদ্দেশে সতর্ক বার্তা

■ ভারতকে কেউ সহজে বদলাতে পারবে না, খাঁচায় পুরতেও সফল হবে না। বহু চেষ্টা করেও ইন্দিরা গান্ধী পারেননি, মোদিজিও পারবেন না। শেষ কথা বলবে সংবিধানই। শাসকের চিৎকার ঢেকে শেষ কথা বলবে সাধারণ মানুষই। ৪ মে দুপুর বারোটার পর মনে হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে মমতা শাসনের অবসানের সঙ্গেই দেশে বিরোধী রাজনীতিরও অন্তিম ক্ষণও বুঝি সমাগত। এক দেশ এক নির্বাচনই নয়, এক দল এক চিন্তা ও এক দর্শনই আমাদের ভবিতব্য! তারপর তিন মাসও যায়নি। বারবার প্রমাণ হচ্ছে দেশটা ভারতবর্ষ। বহুত্ববাদের মধ্যেই তার অন্তরাত্মার অনাবিল বিচরণ। জেন জি নামক খোলা হাওয়া উড়িয়ে নিয়ে গেল থমকে থাকা চিন্তাধারাকে। বিহারের বাইরে তেমন পরিচিতি না থাকলেও মাত্র আট মাস আগে জন্ম নেওয়া প্রশান্ত কিশোরের জন সুরাজ পার্টিই মোক্ষম শিক্ষা দিয়ে যায় পরাক্রান্ত শাসককে। বাংলাতেও এবার মাঠে নামছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর ছাত্র যুব ব্রিগেড, ২১ জুলাইয়ের সমাবেশ দেখে যাঁরা উদ্দীপিত। ৩৪ বছর টানা ক্ষমতার শীর্ষে থেকে কর্তৃত্বের অপার দম্ভ ভোগ করার পর কখন অন্ধকারে মিলিয়ে গিয়েছেন, কেউ বিশেষ আর মনে রাখেনি। বিগত পনেরো দিন বিজেপির দর্পচূর্ণেরই উদযাপন হচ্ছে যেন। নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের দায় নিয়ে মোদি মন্ত্রিসভার শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফা দিয়ে শুরু। সর্বভারতীয় বিজেপি সভাপতি নীতিন নবীনের গড় বাঁকিপুরে গেরুয়া পতন তিন দশক পর। এর থেকে বিজেপির প্রথম শিক্ষা হল, কোনো ভোট, কোনো নির্বাচনী পরিণামই চিরস্থায়ী নয়। জানাদেশ বদলে বদলে যায়। এটাই ভারতের গণতন্ত্রের মাহাত্ম্য! জনমতের শক্তি! উচ্চবর্ণ, শহুরে মধ্যবিত্ত এবং ব্যবসায়ী ভোটারদের সমর্থন দীর্ঘদিন ধরেই এখানে বিজেপির জনসমর্থনের প্রধান ভিত্তি। আত্মসন্তুষ্টি থেকে দল ধরে নিয়েছিল, প্রার্থী বা স্থানীয় পরিস্থিতি যা-ই হোক, এই ভোটব্যাংক পাশেই থাকবে। যাকে খুশি দাঁড় করালেই গড় অটুট থাকবে। সেই আত্মবিশ্বাস চুরমার। স্বয়ং জাতীয় সভাপতির গড়ে বিপর্যয় তাই ঘুরিয়ে মোদিজিকেই চ্যালেঞ্জ! বাঁকিপুর আসনটি তৈরি হওয়ার পর প্রতিটি নির্বাচনেই বিজেপি জয়ী হয়েছে। সবমিলিয়ে প্রায় তিন দশক এই এলাকা গেরুয়া শিবিরের নিরাপদ ঘাঁটি। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে সেই কেন্দ্রেই প্রশান্ত কিশোরের দলের ভোট ৭,৭১৭ থেকে বেড়ে ৬৪ হাজারের বেশি হয়ে গেল। আর বিজেপির ভোট ৯৮ হাজার থেকে নেমে এল ৪৪ হাজারে। তাৎপর্যপূর্ণ গুজরাতে বিজেপির জয়ের ব্যবধানও এক ধাক্কায় কমে যাওয়া। মানুষের এই রায় বলছে, শাসক বিজেপি তুমি হুঁশিয়ার। মানুষ কিন্তু সজাগ দৃষ্টিতে সব দেখছে। নেতা কেনা যায়, কিন্তু মানুষের উপর অপারেশন লোটাস কাজ করে না।

**—শিবাজি চট্টোপাধ্যায়, সিমলা স্ট্রিট, কলকাতা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

# বিধানসভা কি গোয়াল হল!

# নিলম্বিত মার্শাল!!!

কিছুদিন আগেই এই বিধানসভাতেই অধিবেশন চলাকালীন কুণাল ঘোষকে যখন অধিবেশন কক্ষ থেকে বের করে দেওয়ার নির্দেশ দেন অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বোস, সেই সময় এই মার্শালের নেতৃত্বাধীন টিমই সেই কাজ করে। অবাক করা ঘটনার বিশ্লেষণে **সুখময় সেনগুপ্ত**

মঙ্গলে উষা, ১৮ বা ১৯ অগাস্ট নবান্নে পা। এই অদ্ভুত হেঁয়ালিতে হয়ত ব্যাপারটা পুরোপুরি স্পষ্ট হবে না। হওয়ার কথাও নয়। তৃণমূল কংগ্রেসের ২৮ জন লোকসভার সাংসদ যাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া প্রতীকে, বিজেপি বিরোধী ভোটে জয়লাভ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ২০ জন গদ্দারি করে বেরিয়ে গিয়ে একটা ডিঙি নৌকোয় উঠে পড়েছেন। যার নাম এনসিপিআই (ন্যাশনাল সিটিজেনস পার্টি অফ ইন্ডিয়া)। মহরৎ পর্বের উৎসব স্তিমিত হতেই তাঁরা বুঝে গেছিলেন, তাঁদের হাতে পড়ে আছে পেনসিল। ঠিক এহেন অবস্থায় মঙ্গলবার নয়াদিল্লির হেইলি রোডের বঙ্গভবনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে তাঁদের মধ্যাহ্নভোজের বৈঠক হয়।

শোনা যাচ্ছে, সেই বৈঠকে নাকি ব্যারাকপুরের নাটুকে সাংসদ পার্থ ভৌমিক বলেন, 'রাজনীতি যদি সম্মানের সঙ্গে করতে না পারি তাহলে এভাবে থাকার অর্থ কী? এটা তো শুধুমাত্র একটা পরিচয় হিসেবে থেকে গেল যে আমি সাংসদ— বিল্লা নম্বর ৭৮৬!'

সোজা কথায়, পার্থের মাধ্যমে গদ্দার গোষ্ঠী পুরু ও আলেকজান্ডারের ঐতিহ্য মেনে এনডিএ-র শরিক হিসেবে সম্মান চান। ঠিক হয়, নর্দমার জল, ডোবার জল, খালের জল, পুকুরের জল, সব মিলেমিশে একাকার করে দেওয়ার ব্যবস্থা হবে। বিজেপি-বিরোধী ভোটে জিতে এসে জনগণকে এই বার্তা দেওয়ার ব্যবস্থা হবে, যাহা বিজেপি তাহাই তৃণমূল। অচিরেই এই বেইমান সাংসদদের এলাকায় তাঁদের নতুন পার্টির কার্যালয় উদ্বোধনে উপস্থিত থাকবেন সংশ্লিষ্ট জেলার বিজেপি নেতা, মন্ত্রী, বিধায়কেরা।

থিওরিটা ভারি স্পষ্ট ও মিষ্টি। রাজা যদি সবারে দেন মান, তবেই তো সে মান আপনি ফিরে পান। বিজেপির মান বাঁচাতে যাঁদের মান খোয়া গিয়েছে, সেটা কিয়দংশে হলেও পুনরুদ্ধার করার ব্যবস্থা বিজেপিকেই করতে হবে।

কিন্তু গোল বেঁধেছে অন্য জায়গায়।

এই বিজেপিই তো রাজ্য বিধানসভার মান সম্মান প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

১৮৬২ সালের পয়লা ফেব্রুয়ারি। কলকাতার আলিপুরে এখন যে বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগার অবস্থিত, সেই বেলভেডিয়ারে বসেছিল একটা সভা। ওই প্রাঙ্গণটিই ছিল তখন গভর্নর জেনারেলের আবাস। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেছিলেন বাংলার তৎকালীন গভর্নর জন পিটার গ্রান্ট। মাত্র বছরখানেক আগে, ১৮৬২ সালে পাশ হয়েছে ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস্ অ্যাক্ট। ওই আইন অনুযায়ী গভর্নর জেনারেলের সভাপতিত্বে গঠিত হয়েছে বাংলার প্রথম 'লেজিসলেটিভ কাউন্সিল' বা আইনসভা। বেলভেডিয়ারের ওই পয়লা ফেব্রুয়ারির বৈঠকটিই ছিল প্রাদেশিক আইনসভার প্রথম অধিবেশন।

তখন প্রতি শনিবার বেলা ১১টায় বসত আইনসভার অধিবেশন। তখন অবশ্য এখনকার মতো নির্বাচন হতো না, ১২ জন সদস্যের সকলেই ছিলেন মনোনীত। প্রায় ৩০ বছর পরে, ১৮৯২ সালে আইনসভার

মার্শাল দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

সদস্য সংখ্যা বাড়িয়ে করা হয়েছিল ২০।

দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা গঠিত হওয়ার পরে বিধানসভার প্রথম নির্বাচন হয় ১৯৩৭ সালে। 'চেম্বার্স বুক অব ইণ্ডিয়ান ইলেকশন ফ্যাক্টস্' বইতে লেখা হয়েছে, প্রথম নির্বাচনেই ত্রিশঙ্কু বা 'হাঙ' বিধানসভা হয়েছিল-কোনও দলেরই স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না। কৃষক প্রজা পার্টির প্রধান একে ফজলুল হক মুসলিম লিগের সঙ্গে জোট বেঁধে প্রথম মন্ত্রিসভা গড়েছিলেন।

স্বাধীনতার আগে যেমনভাবে প্রাদেশিক আইনসভায় দুটি কক্ষ ছিল, ১৯৫২-র নির্বাচনের পরেও সেভাবেই চলত আইনসভা। ১৯৬৯ সালের ২১শে মার্চ পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় একটি প্রস্তাব পাশ করে বিধান পরিষদ তুলে দেওয়া হয়। ওই আইন অনুযায়ী, সে বছরের পয়লা অগাস্ট থেকে পশ্চিমবঙ্গের আইনসভায় একটিই মাত্র কক্ষ রয়েছে— বিধানসভা। যে আইনসভার সদস্য সংখ্যা ১৮৬২ সালের ১২ থেকে বেড়ে এখন হয়েছে ২৯৪।

এরকম ঐতিহ্যবাহী বিধানসভার ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ও নজিরবিহীন ঘটনা ঘটল বুধবার। এই প্রথমবার কোনও মার্শালকে সাসপেন্ড (নিলম্বিত) করা হয়েছে। বিধানসভার মার্শাল দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ ও চরম গাফিলতির অভিযোগ তুলে তাঁকে সাসপেন্ড করেছে বিধানসভার সচিবালয়।

যতদূর জানা গিয়েছে, সম্প্রতি ১৮তম বিধানসভার নবনির্বাচিত বিধায়কদের নিয়ে একটি হাইপ্রোফাইল ওরিয়েন্টেশন বা পরিচিতি শিবিরের আয়োজন করা হয়। লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার উপস্থিতিতে হওয়া সেই গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিতে বিধায়কদের সঙ্গে ও সার্বিক দায়িত্বে দেবব্রতবাবু মোটেও দায়িত্বপূর্ণ আচরণ করেননি বলে অভিযোগ। একাধিক বিধায়ক, যাঁরা জীবনে প্রথমবার বিধানসভায় পা রাখার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে বিধানসভায় শাসক দলের মুখ্য সচেতকের কাছে লিখিত ও মৌখিক ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

বিধানসভার সচিবালয় সূত্রে জারি করা এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে (No. 911 L.A/Estab.) জানানো হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের পদমর্যাদা বিন্যাস, শৃঙ্খলা রক্ষা এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থার আইনি বিধির ১০ নম্বর ধারা অনুযায়ী মার্শাল-এবং-সিকিউরিটি অফিসার দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করা হচ্ছে। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওই বিধির ৭(১)(এ) ধারা অনুযায়ী তাঁকে তাৎক্ষণিকভাবে সাসপেন্ড করা হয়েছে।

রাজ্য বিধানসভার দীর্ঘ ইতিহাসে এর আগে কোনও মার্শালকে এভাবে দায়িত্ব থেকে সাসপেন্ড হতে দেখা যায়নি।

কিছুদিন আগেই এই বিধানসভাতেই অশিবেশন চলাকালীন কুণাল ঘোষকে যখন অধিবেশন কক্ষ থেকে বের করে দেওয়ার নির্দেশ দেন অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বোস, সেই সময় এই মার্শালের নেতৃত্বাধীন টিমই সেই কাজ করে। আর, আজ সেই মার্শালকেই নিলম্বিত করা হল!

সারা দেশ বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে সেই আজব কাণ্ডের কথা অবগত হল।

কেউ কেউ দায়িত্ব নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ আইনসভার মর্যাদার পরিপন্থী কাজে ক্রমশ জড়িয়ে পড়ছেন। এটা সুস্থ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার লক্ষণ নয়।

# রাজ্য



# বৃষ্টিতে জলমগ্ন কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গ • বিপর্যস্ত জনজীবন

## একপশলা বৃষ্টিতে ভাসল শহর
## জেলায় জেলায় দুর্যোগ বজ্রপাত

**প্রতিবেদন :** হাওয়া অফিস আগেই জানিয়েছিল সপ্তাহভর ভারী বৃষ্টি চলবে। সতর্কও করেছিল। বজ্রপাতের ঝুঁকি মাথায় রেখে প্রয়োজনীয় সতর্কতা নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রশাসনের কোনও আগাম ব্যবস্থা ছিল না। বৃষ্টি-ভেজা শহরে ফের নাজেহাল আমজনতা। একাধিক জায়গায় জল জমে স্তব্ধ যান-চলাচল। বিপন্ন জনজীবন।

সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ, ঠনঠনিয়া, ঢাকুরিয়া, বেহালা থেকে শুরু করে বাইপাসের সংযোগকারী রাস্তাগুলি চলে গিয়েছে জলের তলায়। কোমর সমান জলে কার্যত স্তব্ধ শহরের গতি। অফিসযাত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ চরম দুর্ভোগের শিকার। অথচ এই বিপর্যয়ের মুখেও পুরসভার কোনও হেলদোল বা তৎপরতা চোখে পড়েনি বলে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন শহরবাসী। দীর্ঘক্ষণ জল জমে থাকলেও বহু পাম্পিং স্টেশন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে রয়েছে। ড্রেন পরিষ্কারের কাজ সময়মতো না হওয়ায় জল নামার নাম নিচ্ছে না। বহু রাস্তায় ম্যানহোল খোলা থাকায় দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও আপৎকালীন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। নিকাশি ব্যবস্থার এই কঙ্কালসার চেহারা প্রশাসনের চরম ব্যর্থতা এবং উদাসীনতাকেই দিনের আলোর মতো স্পষ্ট করে দিয়েছে।

শুধু কলকাতা নয়, আশপাশের শহরতলি এবং দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলাতেও একই ছবি। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, আগামী ২৪ ঘণ্টা রাজ্যের বিস্তীর্ণ অংশে বৃষ্টির এই পর্ব অব্যাহত থাকবে। বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা এবং পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমানে এক বা একাধিক জায়গায় ৭ থেকে ১১ সেন্টিমিটার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি হয়েছে। জারি হয়েছে হলুদ সতর্কতা। দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই মোটের উপর ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া এবং বজ্রপাতের আশঙ্কা রয়েছে। উত্তরবঙ্গে ছবিটা আরও বীভৎস। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে ৭ থেকে ২০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত ভারী থেকে অতি-ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। এই কারণে জারি করা হয়েছে কমলা সতর্কতা।

## বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু প্যান্ডেল কর্মীর

**সংবাদদাতা, মন্দিরবাজার :** প্যান্ডেল তৈরি করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু যুবকের। মৃতের নাম শুভেন্দু মন্ডল (২৫)। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মন্দিরবাজারের ধন্যকাটা এলাকার বাসিন্দা।

পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, মঙ্গলবার দুপুরে কলকাতার পি সি বড়াল স্ট্রিটে একটি প্যান্ডেল তৈরির সময় পাশের বাড়ির খোলা বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে এসে গুরুতর আহত হন শুভেন্দু। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন। শুভেন্দু ডেকরেটর সংস্থার হয়ে বাবা ও ভাইয়ের সঙ্গে কাজ করছিলেন। পরিবারের একমাত্র রোজগেরে সদস্যের অকালমৃত্যুতে পরিবার ও এলাকায় নেমেছে শোকের ছায়া।

মন্দিরবাজারে শোকার্ত পরিবার।

## বাজ পড়তেই নদীতে ঝাঁপ, নিখোঁজ মৎস্যজীবী

**সংবাদদাতা, ডায়মন্ড হারবার :** প্রাকৃতিক দুর্যোগের জেরে হুগলি নদীতে তলিয়ে গিয়ে নিখোঁজ এক মৎস্যজীবী। বুধবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে ডায়মন্ড হারবারের রায়চকের কাছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নিখোঁজ মৎস্যজীবীর নাজমুল মোল্লা (৩৫)। তিনি রামনগর থানার শিমুলবেড়িয়া এলাকার বাসিন্দা। বুধবার বিকেলে নাজমুল-সহ তিন মৎস্যজীবী নৌকা নিয়ে হুগলি নদীতে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন। বিকেলের পরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি শুরু হয়। নৌকার খুব কাছে বাজ পড়তেই আতঙ্কে তিনজনই নদীতে ঝাঁপ দেন। বিষয়টি বুঝতে পেরে কাছাকাছি মাছ ধরতে থাকা অন্য মৎস্যজীবীরা দ্রুত নৌকা নিয়ে উদ্ধারকাজে নামেন। তাঁদের চেষ্টায় দুই মৎস্যজীবীকে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও নাজমুল মোল্লা নদীতে তলিয়ে যান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। নিখোঁজ মৎস্যজীবীর খোঁজে পুলিশ ও সিভিল ডিফেন্স কর্মীরা নদীতে তল্লাশি শুরু করেছে। এদিন সন্ধে পর্যন্ত তাঁর সন্ধান মেলেনি।

হুগলি নদীতে চলছে তল্লাশি। বুধবার।

# রাজ্য



জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

**অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রে শিশুর গায়ে পড়ল ফুটন্ত গরম জল। ঝলসে গেল কচি চামড়া। আরজি করে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনার প্রতিবাদে ভাঙড়ের স্বরূপনগর গ্রামে বিক্ষোভ দেখান এলাকাবাসী**

# আইনশৃঙ্খলার অবনতি রাজ্যে
# লিলুয়ায় মদের আসরে চলল গুলি

**সংবাদদাতা, হাওড়া :** নেই প্রশাসনের নজরদারি। সন্ধ্যা নামলেই মদ, জুয়ার আসর বসছে রমরমিয়ে। চলছে অসামাজিক কাজ। লিলুয়ার এই ছবিতে বিরক্ত, আতঙ্কিত স্থানীয়রা। সেরকমই লিলুয়ার একটি মদ-জুয়ার আসরে চলল গুলি। ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হয়ে জখম হলেন একজন। মঙ্গলবার রাতের ঘটনা। আহত নিমাই ওরফে লোকনাথ মাজি ওরফে মালিঙ্গা'কে গুরুতর আহত অবস্থায় ভর্তি করা হয়েছে হাওড়া জেলা হাসপাতালে। তার বাঁ কাঁধে গুলি লাগে। জানা গেছে, রাতে লিলুয়ার ভার্মা কলোনিতে সাকরেদদের নিয়ে মদ-জুয়ার আসর বসায় নিমাই। সেখানেই তাকে গুলি করা হয় বলে জানা গেছে। এদিকে, নিমাইয়ের বিরুদ্ধেও একাধিক অপরাধমূলক কাজকর্মের অভিযোগ রয়েছে। অবশেষে ঘটনার তদন্তে নেমেছে লিলুয়া থানার পুলিশ। ঘটনার পর থেকেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। অভিযুক্তরা ঘটনার পর এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। তাদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। কী কারণে গুলি চলল এবং ঘটনার নেপথ্যে কী

## গুরুতর আহত ১

আহত নিমাই ওরফে লোকনাথ মাজি।

কারণ রয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং অভিযুক্তদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। জানা গেছে, এই ঘটনায় প্রসেনজিৎ নামের এক যুবকের বিরুদ্ধে গুলি চালানোর অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, এলাকায় মদ-জুয়ার আসরের জেরে সন্ধ্যের পর মহিলারা রাস্তায় বেরোতে ভয় পান। আতঙ্কের মধ্যে কাটাতে হয়। এদিকে, এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে সানি হেলা নামের এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। ঘটনার এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, প্রায়শই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে এলাকায় সংঘর্ষ ও হাতাহাতি লেগেই থাকে। এলাকাবাসীরা বলছেন, গুলি চলার সময় বিকট শব্দে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন মানুষ। গুলি চালিয়ে দুষ্কৃতীরা তাকে চপার নিয়ে ধাওয়াও করে।

এই ঘটনায় আর এক অভিযুক্ত প্রসেনজিৎ ঘোষকে বুধবার সন্ধ্যায় গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তার কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও ২ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

# তোলা দিতে অস্বীকার হামলা বিজেপি নেতার

**প্রতিবেদন :** দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবায় এক চরম অরাজকতার সাক্ষী থাকল সাধারণ মানুষ। পাত্র পরিবারের কাছে নগদ ৫ লাখ টাকা তোলা দাবি এবং তা দিতে অস্বীকার করায় নির্মম ও বর্বর হামলা চালাল স্থানীয় বিজেপি বাহিনী। এই ঘটনার মূল চক্রী হিসেবে নাম জড়িয়েছে বিজেপি নেতা রবি মণ্ডলের। আইনের তোয়াক্কা না করে প্রকাশ্য দিবালোকে একটি পরিবারের ওপর এই ধরনের পৈশাচিক রাজনৈতিক হিংসা ও তোলাবাজির ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়।

পাত্র পরিবার খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ, যারা নিজেদের কষ্টের উপার্জিত অর্থ কোনও অন্যায় দাবির সামনে বিলিয়ে দিতে রাজি হয়নি। বিজেপি নেতা রবি মণ্ডল ও তার অনুগামীদের দাবি করা ৫ লাখ টাকা দিতে না পারার 'শাস্তি' হিসেবে যেভাবে ওই নিরীহ পরিবারের ওপর হামলা চালানো হল তা শুধু নিন্দনীয় নয়, বরং লজ্জাজনক। ক্ষমতার অলিন্দে বসেই নিচুতলার নেতাদের আসল রূপ খোলস ছেড়ে বেরিয়ে পড়ছে। বাংলার মাটিতে 'কাটমানি' বা 'সিন্ডিকেট' সংস্কৃতির আমদানি করছে বিজেপি। তোলাবাজির নতুন সিন্ডিকেট খুলে বসেছে পদ্ম শিবির। প্রকাশ্য দিবালোকে ৫ লক্ষ টাকা তোলা চাওয়া এবং তা না পেয়ে লাঠিসোঁটা, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে একটি পরিবারের ওপর চড়াও হওয়া কোন ধরনের সভ্য রাজনৈতিক সংস্কৃতি?

# স্পিকারের মদতে শুধু

**(প্রথম পাতার পর)** নীতির তীব্র বিরোধিতা করতে পারতেন, তাঁদের চরম অপমান করা হয়েছে। পনেরো বছরের প্রাক্তন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে লাইব্রেরি কমিটিতে, আর দশবারের বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বা প্রবীণ রাজনীতিক অশোক দেবের মতো দক্ষ নেতাদের একটিও চেয়ারম্যান পদ না দিয়ে চূড়ান্ত রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেছে বর্তমান স্বৈরাচারী সরকার। এর তীব্র নিন্দা করেছেন তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ। তাঁর কথায়, রাজ্য সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা বা জনবিরোধী কাজের যাতে বিরোধিতা না হয় তার জন্যেই শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূলের বিধায়কদের গুরুত্বপূর্ণ কমিটিতে রাখা হয়নি।

যোগ্যতা ও মেধার চরম অবমূল্যায়ন করে নিজেদের পছন্দমতো পুতুল বসানোর এই খেলায় সবচেয়ে ভয়ংকর ব্লু-প্রিন্টটি কষা হয়েছে স্বরাষ্ট্র বা হোম স্ট্যান্ডিং কমিটিতে। পুলিশ ও প্রশাসনের কাজে নজরদারির দায়িত্বে থাকা এই কমিটিতে তৃণমূলের নাম করে যে চারজনকে রাখা হয়েছে, তাঁরা প্রত্যেকেই আদ্যোপান্ত সরকারপন্থী। উদ্দেশ্য স্পষ্ট, পুলিশের দলদাস রূপ এবং সরকারের ব্যর্থতা নিয়ে যাতে কোনও প্রশ্ন না ওঠে। খোদ মুখ্যমন্ত্রীর মুখে যাঁর বিরুদ্ধে ৮০-৯০টি বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ শোনা গিয়েছিল, তাঁকেও এই হোম কমিটিতে বসিয়ে সরকার বুঝিয়ে দিয়েছে যে দুর্নীতিগ্রস্তদের রক্ষা করাই তাদের প্রধান লক্ষ্য। অন্যদিকে, তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ বিধায়ক আলিফা আহমেদকে জোর করে স্বনির্ভর গোষ্ঠী কমিটিতে পাঠিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, দক্ষতা নয়, শাসকদলের অঙ্গুলিহেলনে চলাই এখন একমাত্র মাপকাঠি।

তৃণমূল বিধায়ক তথা মুখপাত্র কুণালের কথায়, এই কমিটিতে চারজন তৃণমূল থেকে দেখানো হয়েছে, এই চারজনই হচ্ছে প্রো-গভর্নমেন্ট শিবির। যাঁরা সত্যিকারের প্রতিবাদ করবে, তাঁদের একজনকেও দেওয়া হয়নি দায়িত্ব। এই কমিটিতে এমন ব্যক্তি আছেন যাঁর বিরুদ্ধে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তুলেছিলেন ৮০ থেকে ৯০টি বে-আইনি নির্মাণ কীভাবে হয়েছে? এককথায় স্বনির্বাচিত বিরোধীদের প্রভাব খাটানোর সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে আবার।

# গোডাউনে চুরি, তিন যুবককে গণপিটুনি

**সংবাদদাতা, হাওড়া :** চুরির অভিযোগে গণপিটুনি তিন যুবককে। লিলুয়া থানার পুলিশ এসে ওই তিনজনকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। লোহার স্ক্র্যাপের গোডাউনে চুরির চেষ্টাকে কেন্দ্র করে বুধবার সকালে উত্তেজনা ছড়ায় লিলুয়ার গোলবাড়ি এলাকায়। চুরির ঘটনায় জড়িত তিন যুবককে হাতেনাতে ধরে দড়ি দিয়ে বেঁধে গণপিটুনি দেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার গভীর রাতে তিন দুষ্কৃতী প্রথমে একটি বাড়ির বাইরে রাখা সাইকেল ভ্যানের তালা ভেঙে সেটি চুরি করে। এরপর ওই ভ্যান ব্যবহার করে কাছের একটি লোহার স্ক্র্যাপের গোডাউনের পিছনের দেওয়ালে বড় গর্ত করে ভিতরে ঢোকে। সেখান থেকে লোহার ছাট চুরি করে ভ্যানে তুলে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে তারা। কিন্তু অতিরিক্ত ওজনের কারণে ভ্যানের চাকা বেঁকে যাওয়ায় সেটি ফেলে রেখেই দুষ্কৃতীরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, চুরি হওয়া ভ্যানটি যে বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তার কাছেই ফেলে রেখে যায় অভিযুক্তরা। বুধবার সকালে ভ্যানটি ফের নিয়ে যেতে এলে স্থানীয় বাসিন্দাদের সন্দেহ হয়। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে তিনজনকে শনাক্ত করা হয়। এরপর তাঁদের হাতেনাতে ধরে কোমরে দড়ি বেঁধে গণপ্রহার করা হয় বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে লিলুয়া থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তিন অভিযুক্তকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। পুলিশ জানিয়েছে, চুরির অভিযোগে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। অভিযুক্তরা মূলত নেশার টাকা জোগাড় করতেই চুরি করে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

# চোর সন্দেহে বৃদ্ধাকে গণপিটুনি

**প্রতিবেদন :** ছেলেধরা সন্দেহে বৃদ্ধাকে গণপিটুনি। এক বৃদ্ধাকে নির্মমভাবে মারধর করার অভিযোগ উঠল উত্তেজিত জনতার বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়া রেল স্টেশনে। পরে জানা যায়, আক্রান্ত বৃদ্ধা কোনও শিশু চোর নন, বরং কোলে থাকা শিশুটি তাঁর নিজেরই নাতি। মঙ্গলবার দুপুরে হাবড়া স্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে এক বছরের এক শিশুকে কোলে নিয়ে বসেছিলেন ওই বৃদ্ধা। দীর্ঘক্ষণ একই জায়গায় বসে থাকার কারণে স্টেশনের কিছু নিত্যযাত্রী ও হকারদের মনে সন্দেহের দানা বাঁধে। বৃদ্ধা কেন সেখানে বসে আছেন এবং শিশুটি কার— এই নিয়ে উপস্থিত কয়েকজন তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন। আচমকা জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়ে বৃদ্ধা কিছুটা ঘাবড়ে যান এবং সঠিক সময়ে স্পষ্ট উত্তর দিতে পারেননি। মুহূর্তের মধ্যে স্টেশনে রটে যায় ওই বৃদ্ধা 'শিশু চোর'। স্টেশন চত্বরে ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয়। প্ল্যাটফর্মে থাকা একদল উত্তেজিত মানুষ আইন নিজেদের হাতে তুলে নিয়ে ওই বৃদ্ধাকে মারধর শুরু করে। বৃদ্ধা নিজেকে নির্দোষ বলে চিৎকার করতে থাকলেও তাঁর কথায় কেউ কান দেয়নি। শিশুটিকে তাঁর কোল থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টাও করা হয়। মারধরের জেরে রীতিমতো আতঙ্কিত ও অসুস্থ হয়ে পড়েন ওই বৃদ্ধা। রানারঘাট জিআরপি এবং হাবড়া থানার পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তারা উত্তেজিত জনতার হাত থেকে ওই বৃদ্ধা এবং শিশুটিকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যায়।

# তিন মাসে উধাও অন্নপূর্ণা

**(প্রথম পাতার পর)** জুড়ে অন্নপূর্ণা যোজনা চালু হলেও একটা বড় অংশের যোগ্য মহিলারা এখনও একটি টাকাও পাননি। তাঁরা জানান, সমস্ত নিয়ম মেনে অফলাইন এবং অনলাই— দুই পদ্ধতিতেই আবেদনপত্র জমা দেওয়া হয়েছে তা সত্ত্বেও কেন তাঁদের টাকা আটকে রাখা হয়েছে, তার কোনও সদুত্তর মিলছে না প্রশাসনের তরফে। এক বিক্ষোভকারী মহিলা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, আমাদের বলা হয়েছিল প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা করে দেওয়া হবে। কিন্তু মাসের পর মাস কেটে গেলেও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট শূন্য। আলিপুরদুয়ারে বেশ কিছু মহিলা দাবি করছেন, পুনরায় ভোট হোক এই সরকারকে সমূলে উৎপাটন করতে এখন মুখিয়ে আছেন বাংলার মানুষ।

# করের সিদ্ধান্ত বাতিল

**(প্রথম পাতার পর)**

এই পুরনো নাটক আর হালে পানি পাচ্ছে না। পঞ্চায়েত কর বৃদ্ধির এই তথাকথিত 'জল্পনা' আসলে বর্তমান সরকারের জনবিরোধী ও অমানবিক মুখটাকেই আরও একবার বেআব্রু করে দিল। প্রবল চাপের মুখে পড়ে এই যাত্রায় সরকার পিছু হঠতে বাধ্য হলেও, বাংলার গ্রামীণ জনতা বুঝিয়ে দিল যে গায়ের জোরে বা চোরাপথে গরিবের পকেট কাটার চেষ্টা হলে এভাবেই প্রতিবাদের ধাক্কায় প্রশাসনকে মাথা নোয়াতে বাধ্য করা হবে।

# বিজেপির হাতে তছনছ

**(প্রথম পাতার পর)**

এরপর নিষ্ক্রিয় পুলিশ নির্লজ্জতার চরম সীমায় পৌঁছে তৃণমূলের কার্যালয় সিল করে দেয়। পুলিশ প্রমাণ করে দেয় তারা বিজেপির দলদাসে পরিণত হয়েছে। বিজেপি দুর্বৃত্তায়ন চালিয়ে তৃণমূলের পার্টি অফিস দখল করতে চেয়েছিল। তৃণমূলের প্রতিরোধে পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার পর পুলিশকে দিয়ে কার্যালয় সিল করে দেওয়া হয়। বিজেপি ও তাদের দলদাস পুলিশ যেভাবে রাজ্যে জঙ্গলের রাজত্ব কায়েম করেছে, তার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, এ কোন জঙ্গল রাজত্বে বাস করছি আমরা! রাজনৈতিক দলের পার্টি অফিসে এভাবে হামলা করতে পারে! মানুষ এই দুর্বৃত্তায়নের রাজনীতির যথাযথ জবাব দেবেন সময় হলেই।

বালি-বোঝাই একটি ট্র্যাক্টর বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি চালককেও গ্রেফতার করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ

আমার বাংলা
6 August, 2026 • Thursday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in



## জলমগ্ন কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, তিস্তা-করলার জলবৃদ্ধিতে চরম দুর্ভোগে বাসিন্দারা

# সামান্য বৃষ্টিতেই জলযন্ত্রণা উত্তর জুড়ে

**সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার :** শুধু কলকাতা নয়, সামান্য বৃষ্টিতে রাজ্য জুড়ে জলযন্ত্রণার ছবি। উত্তরের দুটি জেলায় অবস্থা খুবই খারাপ। কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি তে তিস্তা-তোর্সা ও করলা নদীর ভয়াল রূপ ধারণ করেছে। চাষের জমি থেকে রাস্তা ঘাট ভেসে গিয়েছএ জলে। কোচবিহার, তোর্সা-সহ নদীর জলস্তর বৃদ্ধি— হাঁটুসমান জল পেরিয়েই স্কুলে পড়ুয়া, দুর্ভোগে সাধারণ মানুষ শুধু শহর নয়, জেলার বিভিন্ন মহকুমাতেও একই ছবি। কোচবিহার শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। কোথাও হাঁটুসমান, কোথাও আবার তারও বেশি জল জমে রয়েছে। শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে বাড়িঘরে জল ঢুকতে শুরু করেছে। ফলে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন বাসিন্দারা। নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজ থেকে শুরু করে বাজার, অফিস বা চিকিৎসার জন্য বেরোতে গিয়েও চরম সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, জলপাইগুড়িতে গত ২৪ ঘণ্টায় শহরে ১৬৫.৬০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে, যা এই মরশুমের সর্বোচ্চ। এই রেকর্ড বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে জলপাইগুড়ির একাধিক নিচু এলাকা। একদিকে শহরের প্রধান রাস্তাগুলোতে জল জমে তৈরি হয়েছে নদীমাতৃক পরিস্থিতি, অন্যদিকে তিস্তা ও করলা নদীর জলস্তর বিপজ্জনকভাবে বাড়তে শুরু করায় প্লাবিত হয়েছে বহু এলাকা। জলপাইগুড়ি শহরের বেগুনটারি, উকিলপাড়া, কদমতলা, ডিবিসি রোড, তিন নম্বর ঘুমটি, পান্ডাপাড়া, মহামায়া পাড়া, পুরাতন পুলিশ লাইন এবং স্টেশন রোড-সহ বিভিন্ন এলাকায় হাঁটু-সমান জল জমে গেছে। আকস্মিক এই জলাবদ্ধতার কারণে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন পথচারী ও নিত্যযাত্রীরা। জলপাইগুড়ি সেচ দফতরের কন্ট্রোল রুম সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, গজলডোবা ব্যারেজ থেকে ১৮৭৭ কিউসেক এবং কালিঝোরা ব্যারেজ থেকে ২০১০ কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে।

সামান্য বৃষ্টিতেই জলযন্ত্রণা জলপাইগুড়িতে।

জলযন্ত্রণার ছবি কোচবিহারে।

## গ্যাসের ই-কেওয়াইসি জমা দিতে চরম হয়রানি

**সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ:** আগামী ১৬ অগাস্টের মধ্যে রান্নার গ্যাসের ই-কেওয়াইসি করানো বাধ্যতামূলক করার নির্দেশিকা জারি হতেই উত্তর দিনাজপুর জেলা জুড়ে শুরু হয়েছে তীব্র হাহাকার। রায়গঞ্জ-সহ বিভিন্ন গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটর অফিসে সাধারণ মানুষের দীর্ঘ লাইন এবং বিশৃঙ্খলা এখন নিত্যদিনের দৃশ্য। রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলির নতুন নিয়ম অনুযায়ী, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ই-কেওয়াইসি না করালে গ্যাসের

দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে।

সরকারি ভর্তুকি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে। বর্তমানে রাজ্যে গৃহস্থালির ১৪.২ কেজির গ্যাসের দাম ৯৬৮ টাকা হলেও, ভর্তুকি উঠে গেলে সিলিন্ডার পিছু প্রায় ১,৭০০ থেকে ২,০০০ টাকা পর্যন্ত খরচ হতে পারে। উজ্জ্বলা যোজনা থেকে সাধারণ গ্রাহক— সবক্ষেত্রেই এই নিয়ম প্রযোজ্য হওয়ায় সাধারণ মানুষের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। ডিস্ট্রিবিউটর সূত্রে জানা গেছে, ঠিকানা পরিবর্তন, মূল গ্রাহকের মৃত্যু কিংবা সচেতনতার অভাবে বহু মানুষ এখনও এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেননি। এদিকে শেষ মুহূর্তের চাপে রায়গঞ্জের বিভিন্ন গ্যাস অফিসে সকাল থেকেই উপচে পড়ছে ভিড়। দূর দূরান্ত থেকে আসা গ্রাহকরা কেওয়াইসি-র লিঙ্ক করতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়েও সার্ভার ডাউন ও প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে কাজ না হওয়ায় চরম হয়রানির শিকার হচ্ছেন। হয়রানি হচ্ছে প্রবীণ নাগরিক ও মহিলাদেরও।

## টোটোয় করে এসে ওষুধের দোকানে চুরি, প্রশ্নের মুখে শিলিগুড়ির নিরাপত্তা

**সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি:** ফের প্রশ্নের মুখে রাতের শিলিগুড়ির নিরাপত্তা। গভীর রাতে নিবেদিতা রোডের একটি ওষুধের দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। অভিযোগ, প্রায় পাঁচজনের একটি চোরের দল টোটো করে এসে দোকানে চুরি চালায়। জানা গিয়েছে, প্রথমে চোরেরা দোকানের শাটার ভাঙার চেষ্টা করে। শাটার ভাঙতে না পেরে লোহার রড ঢুকিয়ে জোর করে সেটি খুলে ফেলে। এরপর চারজন বাইরে পাহারায় থাকলেও একজন দোকানের ভিতরে ঢুকে ক্যাশবাক্সে থাকা প্রায় এক লক্ষ টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়। বুধবার সকালে মালিক অনিত রাঠোর দোকান খুলতে এসে দেখেন ক্যাশবাক্সে থাকা সমস্ত টাকা উধাও। এরপর বাইরে লাগানো সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে তিনি প্রধান নগর থানার পুলিশকে খবর দেন। দোকান মালিক অনিত রাঠোরের অভিযোগ, এই প্রথম নয়। এর আগেও ২০২৩ সালে একই ধরনের চুরির ঘটনা ঘটেছিল। সে সময়ও পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হলেও কোনও অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা যায়নি এবং পরে মামলাটি বন্ধ হয়ে যায়। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়ায় আতঙ্কিত ও ক্ষুব্ধ দোকান মালিক। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে প্রধান নগর থানার পুলিশ। প্রশাসনের উদাসীনতার প্রশ্ন তুলে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। তাঁদের অভিযোগ, শিলিগুড়ির নিরাপত্তা শিকেয়। দিনের পর দিন চুরি, ডাকাতির ঘটনা বেড়েই চলেছে। ভিনরাজ্য থেকে দুষ্কৃতীরা ঢুকছে। এই যোগসূত্র পুলিশ পাওয়ার পরও কোনওরকম ব্যবস্থা নেয়নি পুলিশ। এরফলে চুরির ঘটনা বেড়েই চলেছে।

## চিকিৎসার অভাব, রায়গঞ্জে বাড়ছে সাপের কামড়ে মৃত্যু

**সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ:** চিকিৎসার অভাব। রায়গঞ্জে পর পর সাপের কামড়ে মৃত্যু! একমাসের মধ্যে বহু বাসিন্দার সাপের কামড়ে মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ফের ঘটল একই ঘটনা। জমি থেকে ফিরে রান্নাঘরে কাজ করার সময় সাপের কামড়ে মৃত্যু হল এক মহিলার। মঙ্গলবার মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে কালিয়াগঞ্জ থানার অন্তর্গত টুঙ্গইল বিলপাড়া এলাকায়। মৃতার নাম ধনশলা দাস (৪১)। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই মহিলা জমি থেকে কাজ সেরে বাড়ি ফিরে রান্নাঘরে কাজ করছিলেন। সেই সময় আচমকাই একটি পলিথিনে হাত দিতেই তাঁকে সাপে কামড়ায়। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতি হলে সেখান থেকে তাঁকে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। এই আকস্মিক ঘটনায় পরিবার ও এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। দ্রুততার সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে আসার পরেও কেন ওই মহিলাকে বাঁচানো গেল না, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

## উদাসীন প্রশাসন, বর্ষায় রাজ্যে বাড়ছে ডেঙ্গির প্রকোপ

**প্রতিবেদন:** বর্ষা পড়তেই ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণের জন্য নেওয়া হয়নি কোনও ব্যবস্থা। করা হয়নি স্প্রে। খোল মুখ ড্রেনগুলিও পড়ে রয়েছে। রাস্তার পাশে আবর্জনা সরানোর নাম নেই। জোর করে পুরসভাগুলি দখল করে মানুষকে সঠিক পরিষেবা থেকে ব্রাত্য রেখেছে বিজেপি। এরফলে দিকে দিকে বেড়েছে ডেঙ্গির প্রকোপ। জলপাইগুড়িতে সম্প্রতি ওই এলাকার বাতাবাড়ি দিঘীরপাড়ে দুই বছরের এক শিশুর শরীরে ডেঙ্গি শনাক্ত হয়। এছাড়াও শিলিগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, মালদহে বহুজন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত। অন্যান্যবারের তুলনায় এবারে ডেঙ্গের প্রকোপ বেশি বলেই জানা গিয়েছে। এরজন্য প্রশাসনের উদাসীনতাকেই দুষছেন

সকলে। এলাকার মানুষের অভিযোগ, বিজেপি পুরসভা দখল করে কোনওরকম পরিষেবা দিচ্ছে না। জলকষ্ট তো আছেই এরইসঙ্গে এলাকায় দেওয়া হচ্ছে না মশার স্প্রে। এরফলে বর্ষায় বেড়েছে মশাবাহিত রোগ। হাসপাতালে চিকিৎসাও ভালো করে হচ্ছে না। এরফলে সবমিলেয়ে সমস্যায় পড়ছেন সাধারণ মানুষ। জলপাইগুড়ির মাল ব্লকের বাসিন্দা রুনা রাভার অভিযোগ, আদিবাসী এলাকাগুলিতে কোনও নজর নেই প্রশাসনের। ছোট শিশুরা বেশি করে আক্রান্ত হচ্ছে। সঠিক চিকিৎসাও হচ্ছে না। তৃণমূল সরকারের আমলে মিলত সঠিক পরিষেবা। কিন্তু এখন পরিষেবা একেবারে শিকেয়। প্রশাসন শুধু ফাঁকা আওয়াজ দিচ্ছে।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
6 August, 2026 • Thursday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

## অন্যায় কুকর্মের ইতিহাস মনে রাখবেন নদিয়ার মানুষ

# মাত্র ৬ সদস্য নিয়েই পুলিশ কেসের ভয় দেখিয়ে বাঁকা পথে জেলা পরিষদের দখল নিল বিজেপি

**সংবাদদাতা, নদিয়া :** একপ্রকার গা-জোয়ারি করেই নদিয়া জেলা পরিষদের দখল নিয়ে নিলেন জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। ২০২৩ সালে বিপুল জনাদেশ নিয়ে সাড়া জাগিয়ে নদিয়া জেলা পরিষদের ক্ষমতায় এসেছিল সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস। ৫২ আসনের মধ্যে ৪৬টি আসনেই তৃণমূল জিতেছিল। সেই সময় জেলা পরিষদের সভাধিপতি নির্বাচিত হন তারান্নুম সুলতানা মির। আর বিজেপি জিতেছিল মাত্র ৬টি আসনে। তার পর রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদলের পর সেই জেলা পরিষদের দখল নিয়ে নিল বিজেপি হাতে মাত্র ওই ৬টি আসন নিয়েই। ইতিমধ্যে চাটন ঋতব্রতের খপ্পরে পড়ে নদিয়া জেলা পরিষদের সভাপতির বিরুদ্ধে জুলাই মাসে অনাস্থা এনেছিলেন কিছু গদ্দার তৃণমূল সদস্য। এরপরেই পতন হয় তারান্নুম সুলতানার বোর্ডের। এদিকে অভিযোগ, এর পরই ভারতীয়

জনতা পার্টির নেতৃত্ব তৃণমূলের ৪৬ জেলা পরিষদের সদস্যদের বেশিরভাগকে নানাভাবে পুলিশের ভয় দেখিয়ে এবং দুর্নীতি মামলায় জড়িয়ে দেওয়া হবে বলে চাপ দিয়ে জেলা পরিষদের ভোটে সদস্যদের সভায় অনুপস্থিত থাকতে বাধ্য করা হয়। এসব কাণ্ড-কারখানা দেখে তো স্তম্ভিত মানুজন। সেইসময় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরাও নিরুপায় হয়ে সর্বসম্মতিতে মেনে নেন বিজেপির নতুন জেলা পরিষদের সভাধিপতি প্রণতি বিশ্বাসকে। পুলিশের উপস্থিতিতে, জেলা পরিষদের সামনে তাদের দলের লোকজনকে এনে, সাংবাদিকদের জেলা পরিষদের গ্রাউন্ডের বাইরে রেখে গিয়েই চলতে থাকে এই নির্মম, নির্লজ্জ ও হাস্যকর খেলা। পালা বদলের রাজনীতিতে নদিয়া জেলার বিজেপির এই কুকর্মের ইতিহাস দীর্ঘদিন মনে রাখবেন স্তম্ভিত জেলাবাসী।

## পর পর তিনটি স্কুলে দুষ্কৃতীহানা, লুট টাকা

**সংবাদদাতা, জয়পুর :** একের পর এক স্কুলের দরজা-আলমারির-তালা ভেঙে লুট হল ভগলদিঘি স্কুলের টাকা। একাধিক স্কুলে বুধবার সকালে তালা ভাঙার খবর শুনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে বাঁকুড়ার জয়পুরে। তালা ভাঙল কারা আর কেনই বা ভাঙা হল, দুষ্কৃতীদের উদ্দেশ্য কী ছিল, এই নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে এলাকায়। তবে দুটি স্কুল ঘরের দরজা ভাঙলেও চুরি যায়নি কোনও কিছুই। তবে দুষ্কৃতীরা কাটাগড় ভগলদিঘি হাই স্কুল থেকে প্রায় কুড়ি থেকে পঁচিশ হাজার টাকা নিয়ে চম্পট দেয়। স্কুলের সিসিটিভি ফুটেজে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এক দুষ্কৃতী দরজা ভেঙে টাকা লুট করে চম্পট দিচ্ছে। একদিকে যেমন জয়পুর উচ্চ বিদ্যালয় অন্যদিকে রাজগ্রাম শশীভূষণ রাহা ইনস্টিটিউটে একই চিত্র দেখা গেলেও সেখানে কোনও টাকা লুট হয়নি হয়নি বলে জানা যায়। তবে ফাইল লুট হওয়ায় প্রশ্ন উঠেছে দুষ্কৃতীদের মতলব নিয়ে। কেনই বা তারা রাতের অন্ধকারে দরজা ভেঙে স্কুল ঘরের ভেতর তল্লাশি চালাল, সেই প্রশ্নও। তবে জয়পুর থানার পুলিশ ঘটনায় দ্রুত তদন্ত শুরু করেছে। তিনটি ক্ষেত্রেই অভিযোগ দায়ের হয়েছে জয়পুর থানায়। সেই অভিযোগ পেয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্কুলগুলির সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানায় তারা।

## ইটভাটায় পুলিশি হানায় উদ্ধার ৪৮ লক্ষ টাকা, এলাকায় ছড়াল চাঞ্চল্য

**সংবাদদাতা, দুর্গাপুর :** বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা উদ্ধার। চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পশ্চিম বর্ধমানে। পুলিশের অভিযানে একটি ইটভাটা থেকে উদ্ধার হয়েছে ৪৮ লক্ষ টাকা। একটি চুরির মামলার তদন্তে নেমেই এই সাফল্য পেয়েছে পুলিশ বলে সূত্রের খবর। ঘটনাটি দুর্গাপুরের ফরিদপুর থানা এলাকার গৌরবাজারের একটি ইটভাটার। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি চুরির ঘটনার তদন্ত চলাকালীন গোপন সূত্রে খবর আসে যে ওই ইটভাটায় বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা লুকিয়ে রাখা হয়েছে। খবর পাওয়ার পরই দুর্গাপুর ফরিদপুর থানার পুলিশের দল গৌরবাজারের

ওই ইটভাটায় অভিযান চালায়। দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চালিয়ে ইটভাটা থেকে উদ্ধার হয় মোট ৪৮ লক্ষ টাকা। উদ্ধার হওয়া টাকার সঙ্গে চুরির ঘটনার কোনও যোগসূত্র রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। টাকার উৎস, কীভাবে তা সেখানে পৌঁছল এবং এর পিছনে আর কারা জড়িত— সব দিকই খতিয়ে দেখে তদন্ত এগোচ্ছে। যদিও এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে আটক বা গ্রেফতার করা হয়নি। দিনদুপুরে ইটভাটা থেকে এত বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা উদ্ধারের ঘটনায় এলাকাজুড়ে ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায়।

## যান্ত্রিক ত্রুটি, দুর্ঘটনার কবলে যাত্রিবাহী বাস, আহত ২০ জন

**সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর :** ফের যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাঁকুড়ার জয়পুর জঙ্গলের কাছে বুধবার ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ল একটি যাত্রিবাহী বেসরকারি বাস। ঘটনায় আহত একাধিক। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল যাত্রী-বোঝাই বেসরকারি বাসটি। ঘটনায় আহত কমপক্ষে ২০ জন যাত্রী। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটি কলকাতা থেকে বিষ্ণুপুরের দিকে যাচ্ছিল সেই সময় হঠাৎই বিষ্ণুপুর জঙ্গলে যাওয়ার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে থাকা শালগাছে সজোরে ধাক্কা মারে। ফলে আহত হন বাসে থাকা যাত্রীরা! ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ। দ্রুত আহত বাসযাত্রীদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় হাসপাতালে।

## বিভিন্ন দেশের মনীষী, মুদ্রা, রাজধানীর নাম ঠোঁটস্থ ছাতনার খুদে প্রিয়মের

**প্রতিবেদন :** বয়স মাত্রই ৬ বছর হলেও এরই মধ্যে দেশবিদেশের নানা তথ্য গড় গড় করে বলে দিতে সক্ষম ছাতনার একরত্তি ছেলে প্রিয়ম চক্রবর্তী। সম্প্রতি একটি টিভি চ্যানেলের জনপ্রিয় রিয়েলিটি শোয়ে অংশ নিয়েছিল প্রিয়ম। সেখানেই খুদে ছেলেটির বুদ্ধিমত্তা রীতিমতো প্রশংসা কুড়ায় সবার। সেই ভিডিও ফুটেজই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। মাত্র ৩ বছর বয়সে দেশের সব রাজ্যের রাজধানীর নাম অনর্গল বলে দিয়ে সেবারও খুদে প্রিয়ম সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছিল। সেবার তার ভিডিওর দর্শকসংখ্যা ২ কোটি ছাড়িয়ে যায়। প্রিয়মের সাফল্যে গর্বিত ছাতনা তথা বাঁকুড়াবাসী। নেটিজেনরা প্রশংসায় ভরিয়ে দিচ্ছেন তাকে। প্রিয়মের বাড়ি ছাতনা বাইপাসে। স্থানীয় একটি বেসরকারি স্কুলের প্রথম শ্রেণিতে পড়ে। বাবা প্রতীক চক্রবর্তী পেশায় ব্যবসায়ী। মা সুপর্ণা গৃহবধূ। প্রতীকবাবুর কথায়, ছেলের বয়স তখন সবে আড়াই। তখনও সেভাবে পড়াশুনাই শুরু করেনি। বাড়ির উঠোনে থাকা গাড়ির নম্বর প্লেট চোখের নিমেষে পড়ে ফেলত। একবার কিছু শুনলে দীর্ঘদিন মনে রাখতে পারে ও। ওই সময় থেকেই আমার স্ত্রী নানা বিষয়ে ছেলেকে শেখাতে শুরু করেন। এক

মিনিটের কিছু বেশি সময়ে দেশের সব রাজ্যের রাজধানী শহরের নাম একটানা বলে 'ইন্ডিয়া বুক অব রেকর্ডস' থেকে স্বীকৃতিও পেয়েছিল প্রিয়ম। সুপর্ণা দেবী জানান, এখন প্রিয়ম বিশ্বের নানা দেশের রাজধানী, মুদ্রার নামও বলতে পারে। জাতীয় পতাকার ছবি দেখে দেশের নাম বলে দিতে পারে। আমাদের রাজ্যের কবি, সাহিত্যিকদের নাম ও তাঁদের লেখা ওর ঠোঁটস্থ। মুখস্থ দেশবরেণ্য মনীষীদের নাম। ছোট্ট প্রিয়ম লাজুক স্বরে জানায় তার আদর্শ হলেন দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এপিজে আব্দুল কালাম। বড়ো হয়ে সে তাঁর মতো বিজ্ঞানী হতে চায়।

বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে রোগীর মৃত্যু, বিক্ষোভ



## মাঠে বাজ পড়ে মৃত ২, আহত ৩

**সংবাদদাতা, ডেবরা :** পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা ব্লকের রাধামোহনপুর দক্ষিণ এলাকায় মাঠে কাজ করার সময় বুধবার বাজ পড়ে মৃত্যু হল দুই মহিলার। মৃতদের নাম কাজল নায়েক (৫৫) এবং মালতী পাত্র (৪৫)। ঘটনায় আহত হন আরও ৩ জন। তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় ডেবরা থানার পুলিশ। প্রসঙ্গত, বুধবার দুপুরে বেশ কিছুক্ষণ প্রবল বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি শুরু হয় ডেবরায়। তার ফলেই বাজ পড়ে ঘটে এই দুর্ঘটনা।

## মন্দিরের প্রণামী বাক্স তুলে চম্পট চোরেদের

**সংবাদদাতা, নদিয়া :** মন্দিরে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল কৃষ্ণনগরে। এবার মন্দিরের প্রণামীর বাক্স ভেঙে বগলদাবা করে পালাল চোরেরা। কৃষ্ণনগর ষষ্ঠীতলা বারোয়ারি মন্দিরের

**কৃষ্ণনগর**

ঘটনা। মন্দির সূত্রে জানা যায়, শহরের অন্যতম বিখ্যাত জগদ্ধাত্রী পুজোর আয়োজক ষষ্ঠীতলা বারোয়ারি। এছাড়াও জগদ্ধাত্রী পুজো প্রাঙ্গণের পাশে গৌরনিতাইয়ের একটি মন্দির আছে। প্রতি বছর দোল উৎসব সম্পন্ন করার জন্য সেখানকার প্রণামীর বাক্স খোলা হয়। তারপর থেকে বন্ধই থাকে এবং আনুমানিক ১২ থেকে ১৫ হাজার টাকা ওই প্রণামীর বাক্সে ছিল বলে জানান ষষ্ঠীতলা বারোয়ারির সদস্যরা। মঙ্গলবার রাতে দুষ্কৃতীরা এর আগে ক্যাশ বাক্স থেকে খুচরো পয়সা বের করে নিয়েছিল চোরেরা। শহরের প্রাণকেন্দ্রে থাকা একটি মন্দির থেকে এভাবে বাক্সের টাকা চুরি করায় শঙ্কায় আছেন এলাকাবাসী। তাঁদের অভিযোগ, ষষ্ঠীতলা ঘাটের দিকে যেভাবে নেশার আড্ডা গড়ে উঠেছে তাতে ওই নেশাখোরেরা এই কাণ্ড ঘটিয়ে থাকতে পারে। পুলিশ প্রশাসনের কাছে দ্রুত চুরির নিষ্পত্তির দাবি জানিয়েছেন ষষ্ঠীতলা বারোয়ারির সদস্যরা-সহ এলাকাবাসী।

## যুবকের দেহ উদ্ধার

**প্রতিবেদন:** বারুইপুরে আদি গঙ্গা থেকে উদ্ধার এক যুবকের পচা গলা দেহ। মৃত্যুর কারণ জানতে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। মৃত যুবকের নাম সৌমেন চট্টরাজ (২৯)। বাড়ি বীরভূম জেলার সাঁইথিয়া এলাকায়। পুলিশ সূত্রে খবর, একটি পোলট্রি ফার্মের কোষাধ্যক্ষ হিসাবে কাজ করত সে। থাকত বারুইপুরের সাহাপাড়া এলাকায়। বুধবার সকালে পচাগলা দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এটা খুন না আত্মহত্যা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

### শুরুতেই স্থানীয় নেতা ও কর্মীরা আটকে দিলেন সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের নির্মাণ

# দাসপুরের উন্নয়নে বাধা বিজেপির

**প্রতিবেদন :** স্থানীয় বিজেপি কর্মীদের আপত্তিতেই বন্ধ হয়ে গেল সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের নির্মাণকাজ, এই অভিযোগে শোরগোল পড়ে গিয়েছে ঘাটালের দাসপুর ২ ব্লকের চাঁইপাট এলাকায়। বিজেপি নেতাদের দাবি, বেলডাঙায় চন্দ্রেশ্বর খালের জল বাড়লে স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি, এত বড় মাপের একটি সরকারি কাজ তাঁদের না জানিয়ে কীভাবে শুরু হল, সেই প্রশ্নও তুলেছেন তাঁরা। এদিকে প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রটি তৈরির জন্য ভিত খোঁড়ার কাজ শুরু হয়। কিন্তু বিজেপি নেতা ও কর্মীদের প্রবল আপত্তিতেই আপাতত নির্মাণকাজ বন্ধ রাখা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রের খবর, এলাকায় উন্নত চিকিৎসার সুবিধার্থে ৬৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ওই সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়। চাঁইপাটের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিষেবা সচল থাকলেও নানা সমস্যা থাকায় এলাকার জনসংখ্যার কথা মাথায় রেখে এই নতুন ভবনটি তৈরির দাবি

**উন্নত চিকিৎসার সুবিধার্থে ৬৩ লক্ষে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরির উদ্যোগ নেয় তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতি। জনসংখ্যার কথা মাথায় রেখে দাবিমতোই ভবনটি তৈরি হচ্ছিল। কিন্তু কাজ শুরু হতেই বিজেপি কর্মীরা ঠিকাদার সংস্থার লোকজনকে বাধা দেন। তাঁদের সঙ্গে আলোচনা না করে এত টাকার কাজ শুরু হওয়ায় এই বিপত্তি।**

উঠেছিল। চন্দ্রেশ্বর খালের পাড়ে বেলডাঙায় সেচ দফতরের অধীন ওই জমিতে তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত সমিতি ভবন নির্মাণের স্থান নির্ধারণ করেছিল। কিন্তু দিন দুয়েক আগে কাজ শুরু হতেই বিজেপি কর্মীরা দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার সংস্থার লোকজনকে ঘিরে ধরে নথিপত্র দেখতে চান। মূলত, বিজেপির সঙ্গে আলোচনা না করে এত টাকার কাজ শুরু হওয়ার কারণেই এই বিপত্তি বলে জানা গিয়েছে। এই প্রসঙ্গে দাসপুরের বিজেপি বিধায়ক তপন দত্ত জানান, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়িত হলে খালের ভৌগোলিক কাঠামোর ব্যাপক পরিবর্তন ঘটবে। ফলে খালের পাড়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি হলে ভবিষ্যতে তা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকছে। তাই বিকল্প জমির সন্ধান করা হবে। অন্যদিকে, ওই এলাকা থেকে নির্বাচিত জেলা পরিষদের এক সদস্য তথা তৃণমূল নেত্রী প্রতিমা দোলই জানান, সাধারণ মানুষের স্বার্থেই ওই ভবনের কাজ শুরু হয়েছিল। বেলডাঙায় ফাঁকা জায়গার চূড়ান্ত অভাব এবং প্রস্তাবিত জায়গাটি খাল থেকে অনেকটাই দূরে। কিন্তু ওদের আপত্তিতে কাজ বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছি। ব্লক তৃণমূলের এক নেতা বলেন, বিজেপি নেতাদের সঙ্গে দেখা না করে কাজ শুরু হওয়াতেই এই অহেতুক রাজনৈতিক জলঘোলা শুরু হয়েছে। বর্তমানে এই টানাপোড়েনের জেরে কাজ বন্ধ রয়েছে।

## বাজার চড়া, অথচ আড়তদারেরা জলের দরে কিনে নিচ্ছে সবজি, ক্ষুব্ধ কৃষকের দল

### পাইকারি ও খুচরো বাজারে বিপুল দামের ফারাক

**প্রতিবেদন :** হাড়ভাঙা খাটুনি শেষে বাজারে ফসল আনলেও মিলছে না সঠিক দাম! সার, বীজ ও মজুরির খরচ বাড়লেও পাইকারি ও খুচরো বাজারের বিপুল দামের ফারাকে দিশাহারা চাষিরা। এই পরিস্থিতিতে রঘুনাথগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী তুলসীবাড়ি সবজি বাজারে প্রশাসনিক আধিকারিক, কৃষি দফতর ও বাজার কমিটির

সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে বাজার ঘুরে দেখেন এলাকার বিধায়ক। তাঁকে সামনে পেয়ে নিজেদের ক্ষোভ উগরে দেন দূরদূরান্ত থেকে আসা চাষিরা। তাঁদের অভিযোগ, সার ও কীটনাশক থেকে পরিবহন খরচ আকাশছোঁয়া। অথচ আড়তে এলেই আড়তদারদের কারসাজিতে জলের দরে সবজি বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন তাঁরা। পচনশীল সামগ্রী হওয়ায় ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ারও উপায় থাকে না। অথচ সেই সবজিই খুচরো বাজারে ক্রেতারা কিনছেন চড়া দামে। মাঝখান থেকে লাভ হচ্ছে ফড়ে ও দালালচক্রের। সরাসরি ক্রেতার কাছে ফসল বিক্রির সুযোগ তৈরি ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করার দাবি জানান তাঁরা। মাঠে পরিশ্রম করেও চাষিরা ন্যায্য মূল্য না পেলে কৃষি অর্থনীতি ভেঙে পড়বে এই বিষয়ে আলোচনা হয়। দালালরাজ বন্ধ করতে বাজারে কড়া নজরদারি চলবে বলে জানা যায়। স্থানীয় আড়তদারদের বক্তব্য, কিছু আনাজপাতি স্থানীয় কৃষকরা বিক্রি করেন। তবে অধিকাংশ মাল অন্য জেলা থেকে ক্রয় করতে হয়। আমরা চড়া দামে মাল কিনে ভাড়া ও লেবারের মজুরি বাদে কয়েকটা টাকা রাখি। ফলে যা বাজারদর পাই তাতেই বিক্রি করে দিতে হয়। এদিকে বিপাকে পড়েছেন কৃষকেরা।

## গর্তে জমা জলে পড়ে শিশুর মৃত্যু

**প্রতিবেদন:** বাড়ির কাছে খেলতে গিয়ে বেসরকারি সংস্থা পাইপ লাইন বসানোর গর্তে পড়ে মৃত্যু হল পূর্ব মেদিনীপুরের হলদিয়ায়। মৃত শিশু শেখ নইমের বয়স ৮।

**হলদিয়া**

বুধবার দুপুরে এই ঘটনায় শোকের ছায়া নামে এলাকায়। জানা গিয়েছে, হলদিয়ার ভবানীপুর থানার কুমারপুর গ্রামে ওই শিশুটি বাড়ি থেকে একটু দূরে খেলা করছিল। পাইপ লাইনের কাজের জন্য খোঁড়া গর্তে জমা জলে হঠাৎ পা পিছলে পড়ে যায়। কিছুক্ষণ তাকে দেখতে না পেয়ে খোঁজখবর শুরু করেন বাড়ির লোকজন। আশপাশে খোঁজাখুঁজির পরে গর্তের জমা জলে দেখতে পাওয়া যায় নইমকে। ভবানীপুর থানার পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। শিশুটিকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।

## জেলা পুলিশের 'প্রত্যর্পণ' প্রকল্প ফেরাল ৫৪৫ হারানো ফোন

**সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম :** হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে বড় সাফল্য পেল ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ। তাদের 'প্রত্যর্পণ' প্রকল্পের আওতায় এবার আরও ৫৪৫টি উদ্ধার হওয়া মোবাইল ফোন সংশ্লিষ্ট মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হল। বুধবার যথাযথ নথিপত্র যাচাইয়ের পর জেলার মোট ৯টি থানায় একযোগে এই মোবাইল ফোনগুলি প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়। দীর্ঘদিন ধরে হারিয়ে যাওয়া বা চুরি হওয়া মোবাইল ফিরে পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই খুশি উপভোক্তারা। জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৯ সাল থেকে চলতি বছরের অগাস্ট পর্যন্ত প্রযুক্তিগত

অনুসন্ধান এবং আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে মোট ৪ হাজার ৯৩০টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া মোবাইলগুলির আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৬ কোটি ২৭ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা। এদিন যে ৫৪৫টি মোবাইল ফোন ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে সেগুলির আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৬১ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা। জেলার পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন জেলা ও রাজ্য থেকেও উদ্ধার হওয়া মোবাইল ফোনের প্রকৃত মালিকদের খুঁজে বের করে প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর সেগুলি ফেরত দেওয়া হচ্ছে। জেলা পুলিশের দাবি, 'প্রত্যর্পণ' প্রকল্পের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের হারিয়ে যাওয়া মূল্যবান মোবাইল ফোন উদ্ধার করে ফিরিয়ে দেওয়ার কাজ ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাচ্ছে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ। এই উদ্যোগে বহু মানুষ তাঁদের হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফিরে পেয়ে উপকৃত হচ্ছেন।

দিল্লি দরবার

6 August, 2026 • Thursday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মানসিক রোগ সারাতে ঝাড়ফুঁকের নামে ১০ দিন ধরে খুঁটিতে বেঁধে রাখা হল রুবি যাদব নামে এক তরুণীকে। শেষ পর্যন্ত মৃত্যু হল তাঁর। ঘটনাটি যোগী রাজ্যের বারাবাঁকিতে। গ্রেফতার দু'জন

## জবাব দিতে হবে শাহকেই

## রাজ্যসভায় মোদি সরকারকে কোণঠাসা করলেন মেনকা

**নয়াদিল্লি:** স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনুপস্থিত কেন সংসদে? তাঁকে এখনই আসতে বলা হোক রাজ্যসভায়। বুধবার ফের এই দাবি তুলে রাজ্যসভায় রীতিমতো হইচই ফেলে দিল তৃণমূল। দলের সাংসদ মেনকা গুরুস্বামী সুপ্রিম কোর্ট নাম্বার অফ জাজেস অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের উপরে বলতে উঠে প্রশ্ন তোলেন, কেন সংসদে আসছেন না অমিত শাহ? বিলের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে এদিন চাঁচাছোলা ভাষায় মোদি সরকারকে আক্রমণ করেন তৃণমূল সাংসদ মেনকা। তাঁর কথায়, শুধুমাত্র অর্ডিন্যান্স এনে বিচারপতির সংখ্যা ৪ জন বাড়ালেই সমাধান হবে না মূল সমস্যার। আসল সমস্যাটা হল, পিছিয়ে পড়া শ্রেণি এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের পর্যাপ্ত সংখ্যায় বিচারপতি পদে নিয়োগ করছে না কেন্দ্র। নিয়োগ করা হচ্ছে তাঁদেরই, যাঁরা সম মতাদর্শে বিশ্বাসী। তথ্য এবং পরিসংখ্যান দিয়ে তিনি দেখিয়ে দেন, দেশের হাইকোর্টগুলোতে সবমিলিয়ে ৩০ শতাংশ পদ শূন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছে। মহিলা বিচারপতির সংখ্যা ১৪ শতাংশেরও কম। তফসিলি জাতি, উপজাতি এবং মহিলা বিচারক সবমিলিয়ে ২০ শতাংশেরও কম। মেনকা গুরুস্বামীর মতে এটা শুধু বিচারব্যবস্থা নয়, সাংবিধানিক অধিকারের প্রশ্নও। এর পরেই তাঁর মন্তব্য, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহেরই সংসদে এসে এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া উচিত।

লাপাতা জেন্টস। সংসদ থেকে পালাচ্ছেন মোদি-শাহ। ২০ জুলাই প্রতিবাদী পড়ুয়াদের উপর নির্যাতন এবং রামমন্দিরে চাঁদাচুরির জবাব দেওয়ার ভয়ে। সমাজমাধ্যমে কটাক্ষ তৃণমূল সাংসদ সাগরিকা ঘোষের।

## চরম সময়সীমার আগেই ক্ষমা চাইলেন জুকারবার্গ

**নয়াদিল্লি:** অবশেষে ক্ষমাই চাইলেন মেটা হেড। তিনদিনের মধ্যে মেটা হেড মার্ক জুকারবার্গকে ক্ষমা চাওয়ার চরম সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল কেন্দ্র। কিন্তু তার আগেই সোশ্যাল মিডিয়ায় শিশুদের যৌন নির্যাতনমূলক কনটেন্ট এবং ডিপফেক-সহ একাধিক ত্রুটিকে স্বীকার করে ক্ষমা চাইলেন গ্লোবাল মেটা হেড। বুধবার কেন্দ্রীয় ইলেকট্রনিক্স এবং ইনফরমেশন টেকনোলজি মন্ত্রক সূত্রে এই কথা জানানো হয়েছে।

ইতিমধ্যেই মেটার শীর্ষস্থানীয় গ্লোবাল আধিকারিকরা সম্প্রতি এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে যোগ দেন। সেই বৈঠকেই মেটা প্রধানের পক্ষে শীর্ষ আধিকারিকরা ইন্টারমিডিয়ারি প্ল্যাটফর্ম পরিচালনায় সমস্ত ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমা চান। এই ঘটনার ঠিক আগেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির একটি ভিডিও ফেসবুক থেকে মুছে ফেলা নিয়ে মেটাকে কড়া বার্তা দিয়েছিল কেন্দ্র।

বুধবারেই বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবের নেতৃত্বে গঠিত যোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটি সাফ জানিয়ে দেয়, প্রধানমন্ত্রীর ভিডিও সরিয়ে দেওয়ার জন্য জুকারবার্গকে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষমা চাইতে হবে। সন্তোষজনক পদক্ষেপ না করলে মেটার আইনি সুরক্ষাকবচ তুলে নেওয়া হবে। এর ফলে সংস্থার শীর্ষ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে সরাসরি এফআইআর ও ফৌজদারি মামলার রাস্তা খুলে যেত।

## দুর্গত এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে নাড্ডা

# অসমে বন্যা-পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ, মৃত্যু বেড়ে অন্তত ৯০

**গুয়াহাটি:** এতদিনে ঘুম ভাঙল মোদি সরকারের? মনে পড়ল অসমে বন্যাদুর্গত লক্ষ লক্ষ সহায়সম্বলহীন মানুষদের কথা? কী করছে রাজ্যের ডবল ইঞ্জিন সরকারের মুখ্যমন্ত্রী? বুধবার অসমের বন্যা-পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে গিয়ে এই প্রশ্নের মুখে পড়লেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা। পড়লেন রীতিমতো বিক্ষোভের মধ্যে। তাঁর সঙ্গেই বন্যা-কবলিত এলাকা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। কোনওরকম রাখঢাক না করেই আশ্রয়হীন গ্রামবাসীরা তুলে ধরলেন পরিস্থিতি সামাল দিতে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা এবং অপদার্থতার কথা। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী নাড্ডা এদিন মুখ্যমন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে পরিদর্শন করেন রাজ্যের অন্যতম সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা শিবসাগর

জেলার নেপালিখুটি। ট্রাক্টরে চেপে জল ডুবে যাওয়া গ্রামে ঢুকে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন। বন্যাদুর্গত গ্রামবাসীরা যখন রাজ্যের বিরুদ্ধে ফেটে পড়েছেন ক্ষোভে, তখন কেন্দ্রের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে চেষ্টা করেন নাড্ডা।

এদিকে মাঝে কিছুটা বন্যাপরিস্থিতির উন্নতি হলেও আবার নতুন করে অবনতি হয়েছে বেশ কিছু জেলায়। অসমের দুর্যোগ মোকাবিলা দফতর সূত্রে জানানো হয়েছে, বুধবার সকালে গোলাঘাট জেলার নুমালিগড়ে ধানসিড়ি নদীতে বন্যা-পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করে। রাতভর প্রবল বৃষ্টিতে নিচু এলাকাগুলো নতুন করে জলমগ্ন হয়ে পড়ছে। মৃতের সংখ্যা ৯০ ছাড়িয়েছে। ৫টি জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন প্রায় দেড়লক্ষ মানুষ। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় শিবসাগর এবং গোলাঘাট জেলায় একজন করে আরও মোট দুজনের মৃত্যু হয়েছে।

তথ্যের দাবি, সবচেয়ে বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন শিবসাগরে। রাজ্যে যেখানে দুর্গত মানুষের সংখ্যাটা ছাড়িয়ে গেছে ১ লক্ষ ২২ হাজার ১০০, সেখানে শুধু শিবসাগরেই ক্ষতিগ্রস্তের সংখ্যা প্রায় ৬০,০০০। এরপরেই চরাইদেও এবং জোড়হাট। দুর্গতর সংখ্যা যথাক্রমে প্রায় ৩১ হাজার এবং কুড়ি হাজার।

## আমলা প্রশিক্ষণকেন্দ্রের করুণ দশা, লোকসভায় তৃণমূল সাংসদের প্রশ্নে বেআব্রু হল মোদি সরকার

**নয়াদিল্লি:** দেশের সিভিল সার্ভিস প্রশিক্ষণকেন্দ্রগুলোর করুণ দশা সংসদে বেআব্রু করে দিল তৃণমূল। দলের সাংসদ মহুয়া মৈত্রের চাঁচাছোলা প্রশ্নের জবাবে মোদি সরকার লুকিয়ে রাখতে পারল না তাদের ব্যর্থতার ছবি। আমলাদের দক্ষতার মানোন্নয়নে ঘোষিত 'মিশন কর্মযোগী'র আড়ম্বরপূর্ণ প্রচারের আড়ালে দেশের সিভিল সার্ভিস প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলির চরম বেহাল দশা ও হতাশাজনক পারফরম্যান্সের ছবি উন্মোচিত হল সংসদে। মন্ত্রকের রিপোর্টই বলছে, সর্বভারতীয় স্তরে সরকারি অফিসারদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত ৩৫০টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৪০টি এখনও অ্যাক্রেডিটেশন বা ন্যূনতম মানের অনুমোদনের মুখই দেখতে পায়নি। আর বাকি যে ২১০টি প্রতিষ্ঠান অ্যাক্রেডিটেশন পেয়েছে, তার মধ্যে ১৮৫টিই ৪-স্টার পেতে ব্যর্থ হয়ে ৩-স্টার বা তার নিচে পড়ে রয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মহুয়া মৈত্রের এক তীক্ষ্ণ প্রশ্নের উত্তরে লোকসভায় কর্মী ও প্রশাসনিক সংস্কার মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ড. জিতেন্দ্র সিংয়ের দেওয়া তথ্যে কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার এই কঙ্কালসার চেহারা প্রকাশ্যে এসেছে। জাতীয় সিভিল সার্ভিস ট্রেনিং ইনস্টিটিউট মানদণ্ড ২.০-এর রূপায়ণ, প্রশিক্ষণের গুণমান, ব্যর্থ কেন্দ্রগুলির বিরুদ্ধে জবাবদিহিতা এবং স্বাধীন কোনও তৃতীয় পক্ষ বা থার্ড-পার্টি দিয়ে কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন করা হয়েছে কি না— তা জানতে চেয়ে প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করেছিলেন মহুয়া মৈত্র।

কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে রীতিমতো হোঁচট খেয়েছে কেন্দ্র। সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া জবাবে কোনও স্বাধীন তৃতীয় পক্ষের মূল্যায়নের স্পষ্ট উল্লেখ মেলেনি। তার বদলে জাতীয় স্তরের কর্মশালা ও অভ্যন্তরীণ পরামর্শের অজুহাত দেখিয়ে বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার অপচেষ্টা স্পষ্ট। মূল্যায়নের নির্দেশক ৫৯টি থেকে কমিয়ে ৪৩টি করা সত্ত্বেও দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চার বা পাঁচ তারকা রেটিং অর্জনে চরম ব্যর্থ। ৩৫০টি কেন্দ্রের মধ্যে মাত্র ২৫টি প্রতিষ্ঠান ৪-স্টার বা তার বেশি রেটিং পেয়েছে, যা কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে পরিচালিত প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ কাঠামোর দুর্বলতাকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। অ্যাক্রেডিটেশন অর্জনে ব্যর্থ বা নিম্নমানের প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে কী আইনি বা প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সর্বজনীন মান নিশ্চিত করতে কী পরিকল্পনা রয়েছে— সে বিষয়েও মন্ত্রী কোনও স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিতে পারেননি। 'কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট প্ল্যান'-এর মতো কিছু কেতাবি কৌশলের আড়ালে জবাবদিহিতার মূল বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে বলে পর্যবেক্ষকদের মত। আমলাতন্ত্রের আধুনিকীকরণের ঢাকঢোল পিটিয়ে যে 'মিশন কর্মযোগী' চালু করা হয়েছিল, কোর্স ডিজাইন, শিক্ষকদের যোগ্যতা ও পরিকাঠামোর মতো মৌলিক স্তম্ভগুলোই দুর্বল হয়ে পড়ল সরকারি ইনস্টিটিউটগুলোতে।

## ক্ষমতায় ফিরতে দেশে ফিরছি না

### সাফ কথা হাসিনার

**নয়াদিল্লি:** বাংলাদেশ ছাড়তে বাধ্য হয়ে ভারতে আশ্রয় নিলেও শেখ হাসিনা আবারও স্পষ্ট করে দিলেন, প্রাণের পরোয়া করেন না তিনি। বুধবার দিল্লিতে প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানিয়ে দিলেন, ক্ষমতায় ফেরার উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলাদেশে ফিরছেন না। তাঁর লক্ষ্য নিজের দেশকে সঠিক পথে ফেরানো। হাসিনার কথায়, আমি মুজিবকন্যা বলছি। ওরা আমাকে জেলে ভরতে পারে। মিথ্যে মামলায় ফাঁসাতে পারে। আমি বাংলাদেশে ফিরবই, সে-দেশের মানুষের জন্য ফিরব। দেশকে আবার সঠিক পথে আনার জন্য ফিরব। বুধবার, দিল্লির ফরেন করেসপন্ডেন্ট ক্লাবে ভার্চুয়াল সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার। তাঁর কথায়, ডিসেম্বর আমাদের বিজয়ের মাস, সেই মাসেই আমি বাংলাদেশে যাব। সময় এলে জানিয়ে দেব দিনক্ষণ।

গণ-অভ্যুত্থানে পর এই দিনেই বাংলাদেশ ভারতে চলে আসতে বাধ্য হন শেখ হাসিনা। তার পর থেকে দিল্লিতেই রয়েছে তিনি। দুবছর ওই দিনেই দেশে ফেরার দিন ঘোষণা করলেন মুজিবকন্যা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

প্যালেস্টাইনি বন্দিদের পালানো রুখতে কুমির-ভরা পরিখায় ঘেরা জেলখানা নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয় ইজরায়েলের নেতানিয়াহু সরকার। কেৎসিওত জেলের পরিখায় পরীক্ষামূলক কুমির ছাড়ার প্রস্তুতিও চলে। কিন্তু ইজরায়েলের কোর্ট সরকারি উদ্যোগে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিয়েছে



# ‘লাইকের বাজার’ বা ট্রেন্ড দিয়ে বিচারের কাজ হতে পারে না, সোশ্যাল মিডিয়ার ট্রায়াল নিয়ে আপত্তি

## সাংবিধানিক কাঠামোয় হুমকি: সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী

**নয়াদিল্লি:** সোশ্যাল মিডিয়ার ‘লাইক ও শেয়ারের লড়াই’ বা ট্রেন্ডিং হ্যাশট্যাগ কখনও বিচারপ্রক্রিয়া বা সংবিধানের মূল চেতনাকে চালিত করতে পারে না। সতর্ক করে দিলেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী। ডিজিটাল যুগে বিচার ব্যবস্থার উপর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ক্রমবর্ধমান প্রভাব নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি জানান, অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলো যেভাবে বিচারপ্রক্রিয়া সম্পর্কে জনমানসে মনোভাব তৈরি করছে, তা আইনের শাসন এবং সাংবিধানিক ভিত্তির নিরিখে গুরুতর হুমকি।

ভার্চুয়াল বিশ্বকে ‘লাইকের বাজার’ হিসেবে আখ্যায়িত করে বিচারপতি বাগচী স্পষ্ট বলেন, সস্তা জনপ্রিয়তার দৌড় কখনও আদালতের বিচার প্রক্রিয়া বা রায়ের ভিত্তি হতে পারে না। বিচারপতি বাগচী পর্যবেক্ষণ করে জানান, সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যালগরিদম প্রায়শই বিচার্য বিষয়ের গুরুত্ব বা গভীরতার চেয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্যকে বেশি প্রাধান্য দেয়। এর ফলে জটিল আইনি বিতর্কগুলো রাতারাতি ট্রেন্ডিং টপিক বা ভাইরাল গল্পে পরিণত হচ্ছে। অথচ আদালতের কাজ কোনো মামলার পক্ষে-বিপক্ষে চলা ‘লাইক’,

‘শেয়ার’ কিংবা ‘হ্যাশট্যাগের’ সংখ্যা দেখে পরিচালিত হওয়া নয়; কারণ বিচারপীঠ সর্বদা তথ্য-প্রমাণ, আইনের নীতি এবং সংবিধানের বিধান মেনে চলতে বাধ্য।

আদালতে সাক্ষ্য প্রমাণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার আগেই সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনও ব্যক্তিকে ‘দোষী! সাব্যস্ত করার যে প্রবণতা বা ‘মিডিয়া ট্রায়াল’ তৈরি হয়েছে, তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। বিচারপতির মতে, এই ধরনের অনলাইন অভিযান আইনি প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে এবং অপরাধমূলক বিচার ব্যবস্থার মূল ভিত্তি অর্থাৎ ‘অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্ত নিরপরাধ’— এই সাংবিধানিক ধারণা ধ্বংস করে দেয়। বিচারকদেরও এই জাতীয় ডিজিটাল জনমত বা সামাজিক চাপের উর্ধ্বে থাকা আবশ্যক বলে তিনি মনে করেন। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের বাণিজ্যিক কৌশলের সমালোচনা করে তিনি বলেন, কেবল ইউজার এনগেজমেন্ট বা ভিউ বাড়ানোর লক্ষ্যে উসকানিমূলক এবং আবেগপ্রবণ কনটেন্ট প্রচার করা হয়। এর ফলে গঠনমূলক ও সঠিক আইনি আলোচনার স্থান দখল করে নেয় ভুল তথ্য ও অর্ধসত্য উপস্থাপন। সোশ্যাল মিডিয়া তথ্য পৌঁছে দিতে সাহায্য করলেও অনিয়ন্ত্রিত বিভ্রান্তিকর তথ্য ও বিভাজনের রাজনীতি যদি রোধ করা না যায়, তবে সাধারণ মানুষের কাছে বিচারবিভাগ-সহ প্রতিটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হবে। এই সংক্রান্ত বক্তৃতার শেষে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেন, আদালতের বৈধতা আসে সংবিধান ও আইনের শাসন থেকে, সোশ্যাল মিডিয়ার ট্রেন্ড থেকে নয়। ন্যায়বিচারকে নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু এবং স্বাধীন রাখতে এই পার্থক্য বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি।

# কোটি কোটি গিগ কর্মীর শ্রমের মূল্যায়ন কি শূন্য?

## অভিষেকের প্রশ্নে মুখে কুলুপ কেন্দ্রের

**নয়াদিল্লি:** দেশের দ্রুত বর্ধনশীল গিগ অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব ও সামাজিক সুরক্ষা নিয়ে সরকারের কাঠামোগত উদাসীনতার ছবি ফের সামনে এল সংসদে। পর্যায়ক্রমিক শ্রমশক্তি জরিপে (পিএলএফএস) গিগ কর্মীদের কোনও পৃথক বিভাগ হিসেবে চিহ্নিত না করা এবং তাঁদের গড় আয় সংক্রান্ত তথ্যের অনুপস্থিতি নিয়ে সরকারের দেওয়া দায়সারা জবাব নীতি-নির্ধারণী ক্ষেত্রে এক বড় শূন্যতাকে স্পষ্ট করে তুলেছে।

তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্নের জবাবে পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী রাও ইন্দ্রজিৎ সিং স্বীকার করে নিয়েছেন যে, ২০২৬ সালেও গিগ কর্মীদের গড় মাসিক আয় সংক্রান্ত কোনও সুনির্দিষ্ট তথ্য সরকারের জাতীয় পরিসংখ্যান দপ্তরের (এনএসও) কাছে উপলব্ধ নেই। সংসদে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানতে চেয়েছিলেন, পিএলএফএস-এ গিগ কর্মীদের কেন পৃথক শ্রেণি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি? ভবিষ্যতে তাঁদের কাজ ও আয়ের ধরন বুঝতে বিশেষ সমীক্ষা করা হবে কিনা এবং ২০২৬ সাল নাগাদ এই কর্মীদের গড় মাসিক আয় কত। এর উত্তরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, পিএলএফএস-এ গিগ ও প্ল্যাটফর্ম-ভিত্তিক কর্মীদের আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয় না; বরং সাধারণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবেই তাঁদের ধরা হয়। আরও আশঙ্কাজনক বিষয় হল, গিগ কাজের বিশাল পরিধি ও সামাজিক গুরুত্ব সত্ত্বেও এই পুরো খাতটিকে পিএলএফএস-এ একটি স্বতন্ত্র শ্রেণি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার কোনও পরিকল্পনা বর্তমানে মন্ত্রকের বিবেচনাধীনই নেই। যদিও মন্ত্রকের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে যে, ২০২৬ সালের পিএলএফএস-এ গিগ কর্মীদের একটি অংশ অর্থাৎ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম কর্মীদের তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছে, তবে তা সামগ্রিক গিগ অর্থনীতির বাস্তব চিত্র ফুটিয়ে তোলার জন্য কতটা যথেষ্ট, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

অর্থনীতিবিদ ও শ্রম বিশেষজ্ঞদের মতে, নির্দিষ্ট আয়ের তথ্য ছাড়া গিগ কর্মীদের উন্নয়ন বা সামাজিক নিরাপত্তার কার্যকর পরিকল্পনা তৈরি করা অসম্ভব। লোকসভায় মোদি সরকারের এই অবস্থান এটাই প্রমাণ করে যে, ডিজিটাল যুগে কোটি কোটি মানুষের কাজের ধরন বদলে গেলেও তাঁদের শ্রমের সঠিক মূল্যায়ন ও সুরক্ষায় কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এখনো কোনও স্পষ্ট রূপরেখা এবং সদিচ্ছা নেই।

# ভোটের রাজনীতি নয়, প্রেশার-গ্রুপ হিসেবে কাজ করবে সিজেপি

**নয়াদিল্লি:** নিট-ইউজি প্রশ্নপত্র ফাঁস সংক্রান্ত ৩৭ দিনের দীর্ঘ আন্দোলন এবং তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের পর এবার নিজেদের ভবিষ্যৎ রূপরেখা ঘোষণা করল ‘ককরোচ জনতা পার্টি’ (সিজেপি)। বুধবার মহারাষ্ট্রের ছত্রপতি সম্ভাজিনগরে দলের কোর কমিটির দু’দিনের বৈঠক শুরুর আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে স্পষ্ট জানান, সিজেপি কোনও রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে না, বরং দেশ জুড়ে একটি শক্তিশালী প্রেশার গ্রুপ বা গণদাবি আদায়ের সংগঠন হিসেবে কাজ করবে।

অভিজিৎ দীপকে

কেন্দ্রের ইথানল-মিশ্রিত জ্বালানি নীতি, ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব এবং ঝাড়খণ্ডে সরকারি চাকরির পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগে চলা ছাত্র আন্দোলনের মতো একাধিক জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়কে নিজেদের পরবর্তী কর্মসূচির কেন্দ্রে রাখা হচ্ছে বলে তিনি নিশ্চিত করেন। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে বলেন, দেশের সাধারণ মানুষ বিচারব্যবস্থা, রাজনীতি, সংবাদমাধ্যম ও নির্বাচন কমিশনের ওপর আস্থা হারিয়েছেন। নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে তাঁদের আন্দোলন যে বিপুল জাতীয় জনসমর্থন পেয়েছিল, তা কেবল শিক্ষার বিষয়টিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং সার্বিক প্রশাসনিক ব্যবস্থার ওপর অসন্তোষেরও প্রতিফলন ছিল। তাই প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ফেরাতে একটি নিরপেক্ষ নাগরিক প্ল্যাটফর্ম বা প্রেশার গ্রুপ অত্যন্ত জরুরি। বর্তমান রাজনৈতিক দলগুলির তীব্র সমালোচনা করে তিনি মন্তব্য করেন, সকালে মানুষ যাঁদের ভোট দেয়, সন্ধ্যায় অন্য দল সরকার গঠন করে— এমন পরিস্থিতিতে দেশে আমূল পরিবর্তনের জন্য রাজপথের আন্দোলনই একমাত্র পথ।

সংগঠনের মুখ্য মুখপাত্র সৌরভ দাসও একই সুর মিলিয়ে বলেন, দেশের সমস্যা সমাধানের উত্তর নতুন কোনও রাজনৈতিক দল হতে পারে না, বরং এটি একটি তৃণমূল স্তরের গণজাগরণ আন্দোলন। সংগঠনটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, সাম্প্রতিক নিট বিরোধী আন্দোলনের সময় আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে করা সমস্ত এফআইআর প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে তাঁরা ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা চালাচ্ছেন। পাশাপাশি সাম্প্রতিক আন্দোলনগুলোতে আহত শিক্ষার্থীদের নিখরচায় আইনি ও চিকিৎসা সহায়তা দেওয়ার কাজও চলছে। পরিবেশবিদ ও শিক্ষা আন্দোলনকর্মী সোনম ওয়াংচুক সিজেপির উপদেষ্টা হিসেবে তাঁদের পথপ্রদর্শন করে যাবেন বলে জানানো হয়। এছাড়া ঝাড়খণ্ডে চতুর্দশ জেপিএসসি পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়িয়ে সেখানে সরেজমিনে উপস্থিত হয়ে সমর্থন জানানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন দীপকে। বুধ ও বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত এই কোর কমিটির বৈঠকে সিজেপি প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে, প্রধান মুখপাত্র সৌরভ দাস, মুখপাত্র বৈষ্ণবী গৌর-সহ সদস্যরা অংশ নেন, যেখানে সাম্প্রতিক আন্দোলনের পর্যালোচনা এবং দেশ জুড়ে সংগঠনকে তৃণমূল স্তরে ছড়িয়ে দেওয়ার ভবিষ্যৎ-কর্মসূচি আলোচিত হচ্ছে।

কাছে দূরে

6 August, 2026 • Thursday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বনগাঁ ও গোপালনগর উত্তর ২৪ পরগনার এক ঐতিহ্যমণ্ডিত ও সাহিত্য-সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ অঞ্চল। প্রধান আকর্ষণ কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিবিজড়িত স্থান, ইছামতী নদী এবং স্থানীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে যাওয়া যায়

# ঘুরে আসুন কাসোল

ভারতের অফবিট ডেস্টিনেশনগুলির মধ্যে অন্যতম কাসোল। হিমাচল প্রদেশের কুল্লু জেলায় অবস্থিত। পার্বতী উপত্যকার এই পর্যটনকেন্দ্রকে ‘মিনি ইজরায়েল’ বলা হয়। সপরিবার ঘুরে আসতে পারেন। লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

পার্বতী নদী

মনের ডানা উড়ান চাইছে? হিমাচল প্রদেশ ঘুরে আসতে পারেন। এখানে আছে বেশকিছু বেড়ানোর জায়গা। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম কাসোল। মানালি যাওয়ার আগে কুল্লু জেলার পূর্বে মাত্র ৪২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এখানকার সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় হল পার্বতী নদী, যা হিমালয়ের পাহাড় থেকে আসা উষ্ণ ও মিষ্টি জলধারা নিয়ে অবিরাম বয়ে চলেছে। নদী থেকে ভেসে আসা শান্ত সুর এবং পাহাড়ের শ্বাসরুদ্ধকর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য চোখের পলক ফেলতে দেবে না। হৃদয়কে প্রকৃতির ইতিবাচক শক্তিতে ভরিয়ে দেবে।

ভারতের অন্যতম অফবিট ডেস্টিনেশন কাসোলে প্রতি বছর বহু পরিমাণে ইজরায়েল পর্যটক আসেন। এখানে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে ইজরায়েলের মানুষের সংখ্যাটা এতটাই বেশি যে কাসোলকে ‘মিনি ইজরায়েল’ বলা হয়। যতদূর জানা যায়, বহু বহু বছর আগে ইজরায়েলের পর্যটকেরা কাসোল ভ্রমণ শুরু করেন এবং তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এখানে বসতি স্থাপন করেন। তারপর থেকে জায়গাটা ইজরায়েল পর্যটকদের প্রিয় ভ্রমণ কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ইজরায়েল পর্যটকরা কাসোলের অর্থনীতিতে বিশেষ অবদান রাখেন। তাছাড়া কাসোলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, গাছ-গাছালি এবং প্রাণিজগৎও ইজরায়েলের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়।

মিনি ইজরায়েল কাসোল

পাইন বনে ঘেরা কাসোল অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমী ও প্রকৃতিপ্রেমীদের জন্য স্বর্গোদ্যান। শীতে এই গ্রাম ঢাকা পড়ে সাদা বরফের চাদরে। যখন বরফ ধীরে ধীরে গলতে শুরু করে, বসন্তের আমেজে সেজে ওঠে মিনি ইজরায়েল, তখন সারা উপত্যকা ভরে যায় সবুজ কচি ঘাসে। বর্ষায় চারদিক প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। পার্বতী নদীর গর্জন এতটাই জোরালো যে, তা সব জায়গা থেকেই শোনা যায়। এখানকার ক্যাফেগুলো যখন খুশি তখন খোলে।

সার পাস, ইয়াংকের পাস, পিন পার্বতী পাস এবং ক্ষীরগঙ্গার মতো ট্রেকিং রুটগুলোর বেস ক্যাম্প হল কাসোল। ক্ষীরগঙ্গা একটি অত্যন্ত বিপজ্জনক পথ বলে মনে করা হয়। কারণ এটা বন্যপ্রাণীতে ঘেরা। ১০ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি রোমাঞ্চকর চড়াই পথ, যা তোশ বা পুলগা গ্রাম থেকে শুরু করা যায়। পথ বড় পিচ্ছিল। ক্ষীরগঙ্গায় এক রাত থাকা আবশ্যক, কারণ এই পথটি একদিনে শেষ করা কঠিন। এখানকার প্রাকৃতিক উষ্ণ প্রস্রবণ শরীরের জন্য এক আশীর্বাদস্বরূপ। মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত ব্যথা ও ক্লান্তি দূর করে দেয়। সকাল সকাল যেতে হবে। দুপুরের মধ্যে পথ ভিড়ে ভরে যায়। আলোও বেশ তীব্র হয়ে ওঠে।

ঘুরে আসা যায় মণিকরণ সাহেব ও উষ্ণ প্রস্রবণ। চার কিলোমিটার ভাটিতে, যেখানে উষ্ণ প্রস্রবণগুলো বুদবুদ করে ওঠে, সেখানেই মণিকরণ সাহেব গুরুদ্বারটি অবস্থিত। স্থানীয় তীর্থযাত্রীরা সেই ফুটন্ত জলে ভাত রান্না করেন। এর আধ্যাত্মিক শক্তি এবং ভূতাত্ত্বিক অদ্ভুততার মধ্যেকার বৈপরীত্য সত্যিই দেখার মতো।

পার্বতী নদীতে রয়েছে রিভার রাফটিং, প্যারাগ্লাইডিং-এর মতো অ্যাডভেঞ্চার মূলক স্পোর্টসের সুবিধা।

নদীর উজান বেয়ে হেঁটে যাওয়া যায় চালাল পর্যন্ত। নদীপথে কুড়ি মিনিট সময় লাগে। এই পথ সত্যিই আলাদা এক অনুভূতি দেয়। কাসোল থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে একটি আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে ২,৪০০ মিটার উচ্চতায় তোশ অবস্থিত। সুন্দর এই গ্রামে পর্যটন এখনও পুরোপুরি গড়ে ওঠেনি। ভিড় কম। এখানকার জীবনযাত্রা ধীরগতির। এখান থেকে সূর্যোদয় দেখতে হলে, আধবেলার ভ্রমণ অথবা রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা রয়েছে।

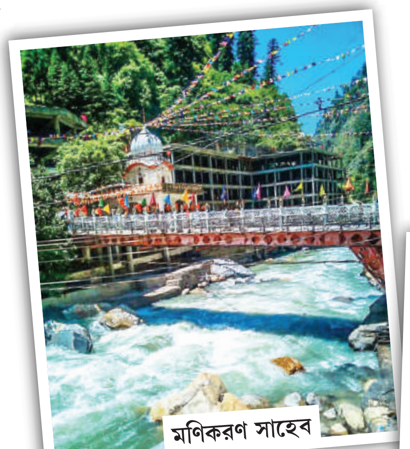
মণিকরণ সাহেব

কাসোল থেকে পার্বতী উপত্যকার অন্যান্য গ্রামগুলোও ঘুরে দেখা যায়। গ্রহণ, রাসোলের মতো গ্রামগুলো কাসোল থেকে হাঁটা পথের দূরত্বে অবস্থিত। এই গ্রামগুলোয় আলাদা করে হোটেল নেই। হিমালয়ের কোলে তাঁবুতে রাত কাটাতে হবে। কাসোলের আশে-পাশে অবস্থিত এই গ্রামগুলো যেমন সুন্দর, তেমনই শান্ত ও নিরিবিলি। পারফেক্ট হিপ্পি ডেস্টিনেশন হল এই কাসোল। সবমিলিয়ে এই ভ্রমণ মনের মধ্যে অফুরান আনন্দের জন্ম দেবে। কমপক্ষে তিন দিনের সময় নিয়ে যেতে হবে। সপরিবার ঘুরে আসতে পারেন।

**■ কীভাবে যাবেন?**

কাসোল যাওয়ার জন্য প্রথমে দিল্লি বা চণ্ডীগড় পৌঁছাতে হবে। কলকাতা থেকে বিমানে দিল্লি বা চণ্ডীগড় গিয়ে সেখান থেকে ভলভো বাস বা ক্যাবে কুল্লুর ভুন্তার হয়ে কাসোল পৌঁছানো যায়। কাসোলের সবচেয়ে কাছের বিমানবন্দর ভুন্তার এবং রেল স্টেশন চণ্ডীগড় বা পাঠানকোট।

পাইন বন

**■ কোথায় থাকবেন?**

কাসোল বা আশেপাশের এলাকায় আছে বেশকিছু হোটেল এবং হোমস্টে। খরচ মোটামুটি নাগালের মধ্যে। থাকা-খাওয়ার কোনও অসুবিধা হবে না। অবশ্যই ট্রাই করবেন লোকাল ফুড। হিমাচলি খাবারের পাশাপাশি অথেন্টিক ইজরায়েলি খাবার খুঁজে পাবেন কাসোলের প্রতিটি ক্যাফে ও রেস্তোরাঁয়।

‘ওয়ান পয়েন্ট স্ল্যাম’ ট্রফি হাতে জর্ডন স্মিথ। ফিরছেন অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে

## এক নজরে বিশ্ব ময়দান...

চিলির ক্লাব কোলো কোলোয় ২৯ নম্বর জার্সি পেলেন ভোজিনহা।

তানজানিয়ায় ক্রিকেট পরিকাঠামোর উদ্বোধনে আইসিসি কর্তারা।

ছোট্ট সন্তানের সঙ্গে সূর্যকুমার যাদব।

পিএসজি-র বিরুদ্ধে প্রি-সিজন ম্যাচের প্রস্তুতিতে ম্যান ইউ।

শ্রীলঙ্কায় ভারতীয় দলের অনুশীলনে আকিব নবি।

ইতালির কিংবদন্তি ডিফেন্ডার ফ্র্যাঙ্কো বারেসিকে শেষ বিদায় জানাতে মিলানে ভক্তদের ঢল।

বারেসির শেষ যাত্রায় সস্ত্রীক পাওলো মালদিনি।

বৃষ্টিতে নেট শুরু করা না গেলেও ঋদ্ধিমান সাহার তত্ত্বাবধানে দুবরাজপুরে চলল অনূর্ধ্ব-২৩ দলের ফিজিক্যাল ট্রেনিং

# এলেন ক্রিস-মিগুয়েল, মনবীরের চোখ ট্রফিতে

চলে এলেন মোহনবাগানের মিগুয়েল। (পাশে) শহরে এসেই ইস্টবেঙ্গলের অনুশীলনে নেমে পড়েন ইকোনমিডিস।

**প্রতিবেদন:** ডুরান্ড কাপে সাউথ ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে বড় জয়ের পরদিন প্রবল বৃষ্টিতে অনুশীলন করতে পারল না মোহনবাগান। বুধবার বিকেলে খারাপ আবহাওয়ার কারণে ময়দানে ক্লাব মাঠে লিস্টন কোলাসোদের অনুশীলন বাতিল করে দিতে হল। তবে এদিন শুধু কয়েকজন ফুটবলারের রিকভারি সেশনই ছিল। মিগুয়েল ফেরেরা এদিন ক্লাবের জিমে সময় কাটান। বৃহস্পতিবার সতীর্থদের সঙ্গে অনুশীলন শুরু করবেন ইস্টবেঙ্গল থেকে মোহনবাগানে সই করা গত মরশুমে আইএসএলে গোল্ডেন বল জয়ী ব্রাজিলীয় প্লে-মেকার।

মঙ্গলবার গভীর রাতে শহরে আসেন মিগুয়েল। তার ঘণ্টা দুয়েক আগে কলকাতা বিমানবন্দরে পা রাখেন ইস্টবেঙ্গলের নতুন অস্ট্রেলীয় অ্যাটাকার ক্রিস ইকোনমিডিস। বিমানবন্দরে দুই তারকাকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন প্রচুর সমর্থক। স্লোগান, জয়ধ্বনিতে এক টুকরো ডার্বি যেন হয়ে গেল বিমানবন্দরে।

বাগানের অনুশীলন বাতিল হলেও ইস্টবেঙ্গল বৃষ্টির মধ্যেই নিউ টাউনের মাঠে সাউথ ইউনাইটেড ম্যাচের প্রস্তুতি সারে। প্রথমদিনই মাঠে নামেন ইকোনমিডিস। চোটমুক্ত স্প্যানিশ ডিফেন্ডার নাচো মনসালভে এদিন অনুশীলন করেন। শুক্রবার ডুরান্ডে গ্রুপের শেষ ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের সামনে সাউথ ইউনাইটেড এফসি। মোহনবাগানের কাছে আট গোল খাওয়া বেঙ্গালুরুর ক্লাবটিকে বড় ব্যবধানে হারিয়েই কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করতে চায় হাবাসের দল। আগের ম্যাচে সিআইএসএফ-কে আট গোল দিয়েছিল ইস্টবেঙ্গলও।

সাউথ ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করে মোহনবাগানের জয়ের নায়ক মনবীর সিং বলেছেন, গত মরশুমে গোল পার্থক্যে পিছিয়ে থেকে আমরা আইএসএলে ট্রফি হাতছাড়া করেছি। সেই হতাশা এখনও কষ্ট দেয়। এবার ডুরান্ড ও আইএসএল দুটোই জিততে চাই। মোহনবাগান কোচ পানাজিওটিস দিলমপেরিস বলেন, আমরা আরও এক ধাপ এগোলাম। এখনও অনেক পথ যেতে হবে।

## জীবনের ম্যাচ, ব্রাজিল নিয়ে সন্দেশ-ছাংতেরা

**নয়াদিল্লি, ৫ অগাস্ট :** লালিয়ান জুয়ালা ছাংতে যেদিন প্রথম যুবভারতীতে ব্রাজিল বনাম ভারত ম্যাচ আয়োজনের কথা শোনেন, তখন বিশ্বাসই করতে পারেননি। ভারতীয় দলের তারকা উইঙ্গারের মনে হয়েছিল এটা ভুল খবর। সংশয় কাটার পর স্বপ্নপূরণের আশায় মিজো তারকা। ছাংতে বলছিলেন, প্রথমে আমার এটা ঠিক খবর মনে হয়নি। আমরা তো রোনাল্ডো, রোনাল্ডিনহো, কাকা, রিভাল্ডো, নেইমারদের খেলা দেখে বড় হয়েছি। এবার সেই দেশটার বিরুদ্ধে ফুটবল ম্যাচ খেলতে নামব ভেবেই রোমাঞ্চিত হচ্ছি। ব্রাজিলের বিরুদ্ধে খেলাটা আমাদের কাছে স্পেশাল হতে যাচ্ছে। কিক অফের পর আমাদের ভয় পেলে চলবে না। সিনিয়র তারকা ডিফেন্ডার সন্দেশ ঝিঙ্গান বলছেন, বিশ্বের অন্যতম সেরা দলের বিরুদ্ধে আমরা জীবনের ম্যাচ খেলতে চলেছি। আমাদের জীবনের স্মরণীয় ম্যাচ হবে। সুযোগটা কাজে লাগাতে হবে সবাইকে। সাহসী ফুটবল খেলে ইতিবাচক ফল করতে চাই।

## স্থগিত ম্যাচ

**প্রতিবেদন :** বৃষ্টির কারণে ফের স্থগিত কলকাতা লিগে মহামেডান বনাম পুলিশ এসি ম্যাচ। ঘরের মাঠে প্রথমার্ধে পিছিয়ে পড়েছিল মহামেডান। পুলিশ দলটির হয়ে গোল করেন ফয়জল আলি। রেমসাঙ্গার গোলে সমতা ফেরায় মহামেডান। ৫২ মিনিটে ১-১ অবস্থায় বৃষ্টিতে আর খেলা শুরু করা যায়নি। এখান থেকেই বাকি সময়ের খেলা হবে নতুন সূচিতে।

# তুরস্কের ক্লাবেই সালাহ, জল্পনা ভিনিকে নিয়েও

**ইস্তানবুল, ৫ অগাস্ট :** দীর্ঘ ৯ বছর লিভারপুলে সফল অধ্যায় শেষ করে মহম্মদ সালাহর নতুন গন্তব্য হতে যাচ্ছে তুরস্ক। সুপার লিগের ক্লাব ট্রাবজোনস্পোর মিশরীয় তারকার সঙ্গে চুক্তি নিয়ে চূড়ান্ত পর্বের আলোচনার কথা নিশ্চিত করেছে। বড় কোনও অঘটন না ঘটলে চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার পথে।

নতুন ক্লাবের জার্সি গায়ে সালাহ।

বুধবার তুরস্কের রাজধানী ইস্তানবুলে পৌঁছেছেন। সেখান থেকে তিনি ট্রাবজোনে গিয়ে ক্লাবের শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে আলোচনায় চুক্তি চূড়ান্ত করবেন বলে জানানো হয়েছে। সূত্রের খবর, ৩৪ বছর বয়সী সালাহর সঙ্গে ট্রাবজোনস্পোরের সঙ্গে দু'বছরের চুক্তি হচ্ছে। চুক্তির শর্তে সম্মতি দিয়েছেন সালাহ, এমনটাই খবর। গত মরশুমে তুর্কি সুপার লিগে তৃতীয় হয়ে ইউরোপা লিগে জায়গা করে নিয়েছে ট্রাবজোনস্পোর।

ইস্তানবুলের বিমান ধরার আগেই সালাহর আগে উঠে যায় নতুন ক্লাবের জার্সি। ট্রাবজোনস্পোরের নীল-মেরুন স্ট্রাইপের জার্সি পরেই তুরস্কে আসেন প্রাক্তন লিভারপুল তারকা। ২০১৭ সালে ইতালির রোমা থেকে লিভারপুলে যোগ দেওয়ার পর ক্লাবটির ইতিহাসের অন্যতম সেরা ফুটবলার হয়ে ওঠেন সালাহ।

সালাহর নতুন ক্লাবে আগমনের দিনে রিয়াল মাদ্রিদের ব্রাজিলীয় তারকা ভিনিসিয়াস জুনিয়রের সঙ্গে রিয়াল মাদ্রিদের ট্রান্সফার নিয়ে টানাপোড়েন আরও বাড়ল। ইএসপিএনের দাবি, রিয়ালের সঙ্গে চুক্তি নবীকরণ নিয়ে আলোচনা ভেস্তে গিয়েছে। রিয়ালের ২ কোটি ২০ লক্ষ ইউরো বেতনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন ভিনি। শোনা যাচ্ছে, রিয়াল তাঁকে সপ্তাহে ৩,৬০,০০০ পাউন্ডের কিছু বেশি মূল্যে চুক্তি নবীকরনের প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু ব্রাজিলিয়ান তারকা তা খারিজ করেছে। এই সুযোগে ভিনির সঙ্গে যোগাযোগ বাড়িয়েছে আর্সেনাল।

# ইনফান্তিনোর বিরুদ্ধে ব্ল্যাকমেলের অভিযোগ

## পদ বাঁচাতে জরুরি বৈঠক ডাকলেন ফিফা প্রেসিডেন্ট

**রাবাত, ৫ অগাস্ট :** ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোকে ঘিরে সংকট ক্রমশ গভীর হচ্ছে। বিশ্বকাপ-সহ ফিফার বড় টুর্নামেন্টগুলোর বাণিজ্যিক স্বত্বের একটি অংশ বিক্রির পরিকল্পনা বাতিল হওয়ার পর এতটাই চাপ বাড়ছে ফিফা প্রধানের উপর যে, নিজের পদ বাঁচাতে সহকর্মীদেরই সাহায্য চাইছেন তিনি। জানা গিয়েছে, বুধবার রাতের দিকে মরক্কোর রাজধানী রাবাতে ফিফার শীর্ষকর্তাদের নিয়ে জরুরি বৈঠক ডেকেছেন ইনফান্তিনো। সেখানে ফিফা সভাপতি বিভিন্ন সদস্যদেশের সমর্থন ধরে রাখার চেষ্টা করবেন বলে জানিয়েছে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম।

এই পরিস্থিতিতে ইনফান্তিনোর বিরুদ্ধে ব্ল্যাকমেলের অভিযোগ উঠেছে। জর্ডন ফুটবল ফেডারেশনের প্রধান প্রিন্স আলি বিন আল হুসেইনের দাবি, সভাপতি পদে ইনফান্তিনোর পুনর্নির্বাচনে সমর্থন জানালে ফিফা জর্ডন ফুটবলের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সাহায্য করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু কিছুই করা হয়নি। প্রিন্স আলির কথায়, এটা ব্ল্যাকমেল ছাড়া কিছু নয়। আমাদের পুরস্কারমূল্য আটকে রাখা হয়েছে। এটা পরিষ্কার ফিফার নেতৃত্বেই সমস্যা রয়েছে।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য টাইমস জানিয়েছে, সভাপতি পদ টিকিয়ে রাখতে ইনফান্তিনোর ঘনিষ্ঠ কর্মকর্তারা ফিফার ২১১ সদস্যদেশের অনেক ফুটবল সংস্থার কাছে তাঁর পক্ষে সমর্থন জানাতে অনুরোধ করবেন। এখনও পর্যন্ত মাত্র কয়েকটি দেশ প্রকাশ্যে ইনফান্তিনোর পাশে দাঁড়িয়েছে। ইউরোপ, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার কনমেবল, কনকাকাফ এবং এশিয়ার অধিকাংশ দেশ ইনফান্তিনোর পাশে নেই বলে খবর। ফিফা প্রধানের দীর্ঘদিনের বন্ধু সৌদি আরবও সমর্থনের আশ্বাস দেয়নি।

ভারত সফরে এসে কোনও প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে না কামিন্সরা। জানাল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া

## দুরন্ত তনভি দ্বিতীয় রাউন্ডে

**আসান, ৫ অগাস্ট :** তাইপেই ওপেনে প্রথম ওয়ার্ল্ড ট্যুর খেতাব জয়ের আত্মবিশ্বাস নিয়ে কোরিয়া মাস্টার্সে অভিযান শুরু করলেন তনভি শর্মা। পাঞ্জাবের হোসিয়ারপুরের ১৭ বছরের তরুণী এখন ভারতীয় ব্যাডমিন্টনে উদীয়মান তারা। বুধবার আসানে মেয়েদের সিঙ্গলসের প্রথম রাউন্ডে চিনের ইউয়ান আন চি-কে ২১-১৬, ২১-১৫ গেমে হারিয়ে দেন তনভি। দ্বিতীয় রাউন্ডে ভারতীয় তরুণী এবার শ্রীয়াংশী ভালিশেট্টির মুখোমুখি হবেন। যিনি চাইনিজ তাইপের পাই ইয়ু পোকে হারিয়েছেন ২১-১৫, ২১-১৪ গেমে। তনভির দাপটের দিন ছেলেদের সিঙ্গলসে হেরে গিয়েছেন কিদাম্বি শ্রীকান্ত। ভারতীয় শাটলার মালয়েশিয়ার দানিল দুবোভেঙ্কোর কাছে লড়াই করে হেরে যান ২২-২০, ১৪-২১, ২১-১২ ফলে।

## শীর্ষে প্রজ্ঞা

**সেন্ট লুইস :** ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার আর প্রজ্ঞানন্দ 'সেন্ট লুইস র‍্যা পিড অ্যান্ড ব্লিৎজ' টুর্নামেন্টের র‍্যাপিড বিভাগে শীর্ষে। মোট ১৮ পয়েন্টের মধ্যে ১২ পয়েন্ট অর্জন করে তিনি এই বছরের শেষ দিকে অনুষ্ঠিত হতে চলা 'গ্র্যান্ড চেস ট্যুর'-এর ফাইনালে খেলার আশা জিইয়ে রেখেছেন। প্রজ্ঞানন্দ এই বছর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াইয়ে না থাকলেও নিখুঁত কৌশল, নির্ভুল চাল এবং জয়ের অদম্য মানসিকতার পরিচয় দিচ্ছেন। র‍্যাপিড বিভাগের নবম ও শেষ রাউন্ডে ডাচ গ্র্যান্ডমাস্টার জর্ডেন ফন ফরেস্টের কাছে হারলেও ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার এক পয়েন্টের ব্যবধানে এগিয়ে থেকে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন। প্রতিযোগিতার বিজয়ী নির্ধারণের জন্য ১৮টি ব্লিৎজ গেম বাকি রয়েছে।

# চোটের সঙ্গে লড়াই, রুপোও সোনার সমান

## বলছেন তৃপ্ত নীরজ

**নয়াদিল্লি, ৫ অগাস্ট :** অলিম্পিক ও বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে দেশকে সোনা দিয়েছেন তিনি। অলিম্পিকে জোড়া পদকের মালিক সোনার ছেলে নীরজ চোপড়া। গত বছরের সেপ্টেম্বর মাস থেকে একাধিক চোট এবং দীর্ঘ রিহ্যাবের কারণে ১০ মাস ট্র্যাকের বাইরে ছিলেন নীরজ। তাই কঠিন সময় পেরিয়ে কমনওয়েলথ গেমসে রুপো জয়কে বিশেষ বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। একইসঙ্গে সমাজমাধ্যমে বার্তায় কোচ, ফিজিও, পরিবার এবং সমর্থকদের ধন্যবাদ জানিয়ে ভারতের তারকা অ্যাথলিটের উপলব্ধি, এই রুপো সোনার সমান। এই সাফল্য দীর্ঘ লড়াইয়ের পুরস্কার।

গ্লাসগোয় শ্রীলঙ্কার রুমেশ পাথিরাগের কাছে নীরজের হার নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তুলেছিলেন। কিন্তু এদিন ইনস্টাগ্রাম পোস্টে ভারতীয় তারকা জানিয়েছেন, এই রুপোর পদক সোনার চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। গ্লাসগো গেমসে নীরজের সেরা থ্রো ছিল ৮৫.৮৩ মিটার। শেষ থ্রো ফাউল হওয়ায় রুপো নিশ্চিত হয়।

পোস্টে ভারতীয় তারকা লিখেছেন, কিছু থ্রো অনেক দূরে যায়, আর কিছু মুহূর্ত গোটা একটা যাত্রার ভার বহন করে। এই পদকের মূল্য দূরত্বের চেয়েও বেশি। গত ৯-১০ মাস ধরে সময় আমার পরীক্ষা নিয়েছে এবং এমনভাবে নিয়েছে, যা আগে কখনও ভাবিইনি। একাধিক চোট সারিয়ে ওঠা, শরীরকে নতুন করে তৈরি করা, আবার পুরনো ছন্দ ফিরে পাওয়া, আবার যখন প্রতিযোগিতার জন্য তৈরি হয়েছি তখন ধৈর্য ধরতে শেখা----এই সব নিয়ে বেশ কঠিন সময় আমার

কেটেছে। প্রতিদিন ট্রেনিং করেও বুঝতে পারতাম না, আদৌ এই বছর কোনও ইভেন্টে নামতে পারব কি না। এই পর্যায়ে আবার আসতে পেরেছি, এটাই বড় তৃপ্তির জায়গা। ২১ অগাস্ট লুসান ডায়মন্ড লিগে শুরু হচ্ছে নীরজের নতুন পরীক্ষা।

# স্পেনের দাবানলে সাহায্য মেসির

**মাদ্রিদ, ৫ অগাস্ট :** আর্জেন্টিনায় তাঁর বাড়ি। রোজারিওতে জন্ম। কিন্তু লিয়োনেল মেসির ফুটবল জীবনের সবটাই স্পেনকে ঘিরে। সেই স্পেনের ভয়াবহ দাবানল বিপর্যয়ে তিনি মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারলেন না। বিপর্যয় মোকাবিলায় দান করলেন ৮০ হাজার ইউরো। মেসির কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন মাদ্রিদ প্রশাসনের এক শীর্ষ কর্তা।

এই কর্তাটি হলেন মাদ্রিদের রিজিওনাল গভর্নমেন্টের প্রেসিডেন্ট ইসাবেল ডিয়াজ আইসু। তিনি জানান, মাদ্রিদের সিয়েরা ওয়েস্তা অঞ্চলের পুনর্গঠনের জন্য মেসি ৮০ হাজার ইউরো সাহায্য করেছেন। ইসাবেলের কথায়, মেসিকে ধন্যবাদ দিয়ে এটা বলতে চাই, মাদ্রিদের মানুষ তাঁকে স্বাগত জানিয়ে হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাতে চায়। এটা মেসির প্রাপ্য। মানুষ তাঁর অপেক্ষায় রয়েছে।

ইউরোপের স্পেন ছাড়াও ওয়াইল্ডফায়ারে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ফ্রান্স ও ইতালি। ভয়াবহ আগুনের উত্তাপ ও তীব্র হাওয়া জনজীবনের উপর ভয়ঙ্কর প্রভাব ফেলেছে। মানুষের যেমন ক্ষতি হয়েছে তেমনই বাড়িঘর ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে। বহু বাসস্থান ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। স্পেনের অভিলা প্রদেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে হয়েছে। জনজীবন বিপর্যস্ত হয়েছে।

মেসি নিজে বার্সেলোনায় বড় হয়েছেন। ফুটবল জীবনের অনেকটা অংশ বার্সেলোনা দলের সঙ্গে কাটিয়েছেন। লা লিগায় রিয়াল মাদ্রিদ ছিল তাঁর চিরকালীন প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু মাদ্রিদের কঠিন সময়ে মেসি হাত গুটিয়ে থাকতে পারেননি। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন অনেকের মতোই।

মিলানে শেষ যাত্রায় ইতালির কিংবদন্তি ডিফেন্ডার ফ্র্যাঙ্কো বারেসি।

# বারেসিকে শেষ বিদায় বাজ্জোদের

**মিলান, ৫ অগাস্ট :** মিলানের রাস্তায় ফুটবলপ্রেমীদের ঢল নেমেছিল। এসি মিলান ও ইতালি জাতীয় দলের কিংবদন্তি ডিফেন্ডার ফ্রাঙ্কো বারেসিকে শেষ বিদায় জানাতে হাজির হয়েছিলেন হাজারো অনুরাগী। ৬৬ বছর বয়সেই অসুস্থতার কারণে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ইতালীয় রক্ষণের স্তম্ভ। মিলানের সান্তামব্রোজিও ক্যাথিড্রালে অনুষ্ঠিত শেষকৃত্যে শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত ছিলেন বারেসির এক সময়ের সতীর্থরা। চোখের জলে প্রিয় বন্ধু, প্রাক্তন সতীর্থকে বিদায় জানান তাঁরা।

ইতালির বিখ্যাত ৬ নম্বর জার্সিধারীকে চিরবিদায় জানাতে কে ছিলেন না শেষকৃত্যের অনুষ্ঠানে! পাওলো মালদিনি রবার্তো বাজ্জিও, আলেজান্দ্রো কোস্তাকুর্তা থেকে মার্কো ভ্যান বাস্তেন, ক্লারেন্স সিড— এসি মিলানের কিংবদন্তিদের প্রায় কেউ বাদ ছিলেন না। মিলানের বর্তমান দলের ফুটবলাররা অস্ট্রেলিয়ায় প্রাক-মরশুম প্রস্তুতি সফরে ব্যস্ত থাকায় শেষকৃত্যে অংশ নিতে পারেননি। বৃহস্পতিবার ইন্টার মিলানের বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচে প্রয়াত অধিনায়ককে স্মরণ করবে এসি মিলানের ফুটবলাররা।

বারেসিকে সম্মান জানিয়ে তাঁর বিখ্যাত ৬ নম্বর জার্সি তুলে রাখার সিদ্ধান্ত আগেই নিয়েছে এসি মিলান। শেষ বিদায় জানাতে এসে আবেগরুদ্ধ মালদিনি, বাজ্জো, বাস্তেনরা। কফিনে মাথা ঠেকিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান ইতালির প্রাক্তন কোচ ফ্যাবিও ক্যাপেলো। ১৯৯৪ বিশ্বকাপে সাজঘরের স্মৃতি বুকে নিয়ে অশ্রুসজল চোখে সতীর্থকে বিদায় জানান বাজ্জো। বিষণ্ণতায় ডুবে থাকতে দেখা যায় প্রাক্তন মিলানের প্রাক্তন ডাচ তারকা বাস্তেনকেও।

# সরলেন আলকারেজ, শঙ্কা ইউএস ওপেনেও

**ম্যাসন, ৫ অগাস্ট :** কার্লোস আলকারেজের প্রতিযোগিতামূলক টেনিসে প্রত্যাবর্তন আরও পিছিয়ে গেল। সিনসিনাটি ওপেন থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিলেন স্প্যানিশ টেনিস তারকা। ফলে চলতি মাসের শেষে যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে তাঁর অংশগ্রহণ নিয়েও সংশয় তৈরি হল।

সিনসিনাটি মাস্টার্স ১০০০ টুর্নামেন্টের আয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছে, এটিপি মাস্টার্সে খেলছেন না বিশ্বের দু'নম্বর আলকারেজ। গত বছর বছর এখানে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন তিনি। এবার সেই খেতাব রক্ষার সুযোগ থাকছে না। হার্ড কোর্টের মরশুম শুরু হওয়ার আগে আলকারেজের সিদ্ধান্তে প্রশ্ন উঠছে তাঁর যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে খেলা নিয়ে। কবজির চোট থেকে সেরে ওঠার প্রক্রিয়ায় থাকা আলকারেজ এবার তাঁর ফরাসি ওপেন খেতাব ধরে রাখতে পারেননি। উইম্বলডনেও অংশ নিতে পারেননি। তবে কয়েক সপ্তাহ আগেই অনুশীলনের ভিডিও পোস্ট করে ২৩ বছর বয়সী এই স্প্যানিশ তারকা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, তিনি কোর্টে ফেরার খুব কাছাকাছি রয়েছেন। আলকারেজের অনুরাগীরা অবশ্য আশাবাদী, বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যাম যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে শেষ পর্যন্ত তিনি নামতে পারবেন। সিনসিনাটি টুর্নামেন্টের ডিরেক্টর বব মোরান বলেছেন, আমরা জানি, যত দ্রুত সম্ভব প্রতিযোগিতায় ফেরার জন্য কার্লোস সব রকম চেষ্টা করছে।

শ্রীলঙ্কা প্রিমিয়ার লিগে একটি ফ্র্যাঞ্চাইজির আংশিক মালিক হলেন জাহির খান

# কলম্বোয় আজ শুরু প্রস্তুতি ম্যাচ, স্পিনই চ্যালেঞ্জ ভারতের

**কলম্বো, ৫ জুলাই :** স্থানীয় এনসিসি ক্রিকেট ক্লাব গ্রাউন্ডের একটা পোশাকি নাম আছে। সেটা হল নন্দেসক্রিপ্টস ক্রিকেট ক্লাব গ্রাউন্ড। শুক্রবার এখানেই শ্রীলঙ্কা সফরের প্রথম ও একমাত্র ওয়ার্ম আপ ম্যাচ খেলবেন শুভমন গিলরা।

এনসিসি মাঠের খুব কাছেই হল সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাবের স্টেডিয়াম। যার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এসএসসি। ভারত এখানে সফরের দ্বিতীয় টেস্ট খেলবে। প্রথম টেস্ট ১৫-১৯ অগাস্ট গলে। যার জন্য ভারতীয় দল কলম্বোর প্রস্তুতি ম্যাচ খেলে সমুদ্র ঘেরা ছোট্ট জনপদে পা রাখবে। গল ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সুনামির সময়। স্টেডিয়াম ভেঙে গুঁড়িয়ে গিয়েছিল। প্রয়াত শেন ওয়ার্ন নতুন করে স্টেডিয়াম গড়তে এগিয়ে এসেছিলেন।

শুভমনদের ওয়ার্ম আপ ম্যাচ চার থেকে কমিয়ে তিনদিনের করা হয়েছে। হয়তো এটা ভেবেই যে ভারতীয় দল তাড়াতাড়ি গলে গিয়ে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে চায়। তাছাড়া ওয়ার্ম আপ ম্যাচে শ্রীলঙ্কা একেবারে স্থানীয়দের নিয়ে দল গড়েছে। এতে শুভমনদের কতটা ম্যাচ প্রস্তুতি হবে সেটা বড় প্রশ্ন। ফলে দুই বোর্ডের সম্মতিতে ৭-৯-এর প্রস্তুতি ম্যাচ একদিন কমিয়ে আনা হয়েছে।

এনসিসি মাঠের উইকেট ও স্থানীয় দলে ক'জন স্পিনার খেলে সেটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু এই সফরে ভারতীয় ব্যাটারদের স্পিনের মোকাবিলা করাই হবে সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ। সাম্প্রতিক শ্রীলঙ্কা সফরগুলিতে ভারত এই স্পিন সামলাতে গিয়ে মুশকিলে পড়েছে। সিংহলিরা সেটা জানে বলে এবারও দুই টেস্টের সিরিজে স্পিন দিয়ে বাজিমাতের চেষ্টা করবে।

ভারতের জন্য বড় ধাক্কা শেষমুহূর্তে জসপ্রীত বুমরার আটকে যাওয়া। আকিব নব নতুন মুখ। তাঁর উপর বেশি দায়িত্ব দেওয়া যাবে না। ফলে নতুন বলের চাপ এসে পড়বে মহম্মদ সিরাজের উপর। এর মধ্যে আবার স্পিনার অলরাউন্ডার সাই সুদর্শন পায়ের পাতার চোট নিয়ে বিপাকে। বোর্ড এখনও তাঁকে কলম্বোতে পাঠায়নি। এই খবর লেখার সময় পর্যন্ত কোনও খবরও নেই।

গৌতম গম্ভীর ও মর্নি মর্কেলের তত্ত্বাবধানে কলম্বোতে ভারতের প্রথম প্র্যাকটিস। বুধবার।

বিশাখাপত্তনমে সেন্টার অফ স্পোর্টস এক্সেলেন্স-এর উদ্বোধনে সিন্ধু।

# চ্যাম্পিয়নের খোঁজে সিন্ধুর ফাউন্ডেশন

**নয়াদিল্লি, ৫ অগাস্ট :** এবার তিনি খেলাকে কিছুটা ফিরিয়ে দিতে চান। পিভি সিন্ধু তাই বিশাখাপত্তনমে সেন্টার অফ স্পোর্টস এক্সেলেন্স-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন বুধবার। তিনি বলেন, খেলা তাঁকে যা দিয়েছে সেটাই এবার তিনি ফিরিয়ে দিতে চান। ব্যাডমিন্টন-সহ সাতটি খেলা হবে এখানে। সিন্ধুর আশা এখন থেকেই দেশ নতুন চ্যাম্পিয়ন খুঁজে পাবে। সিন্ধুর কথায়, আশা করব ছোট ছেলেমেয়েরা আমাকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে এখানে আসবে। তারপর দেশকে গর্বিত করবে।

এদিকে, বিডব্লুএফ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে পিভি সিন্ধু নবম বাছাই। ২০২২-এর এশিয়ান গেমসের ডাবলস চ্যাম্পিয়ন সাত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি ও চিরাগ শেঠিদের জুটি এখানে পঞ্চম বাছাই।

এবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে দিল্লিতে হবে ১৭-২৩ অগাস্ট। টুর্নামেন্টের পাঁচটি বিভাগেই ভারতের জন্য দুটি করে এন্ট্রি বরাদ্দ হয়েছে। আর এই পাঁচ বিভাগের মধ্যে চারটিতে অন্তত একজন করে ভারতীয় খেলোয়াড় বাছাইয়ের সম্মান পেয়েছেন।

সদ্য জাপান ওপেন জেতা সিন্ধু, সাত্বিক-চিরাগ জুটি ছাড়া লক্ষ্য সেন সিঙ্গলসে চতুর্দশ ও মিক্সড ডাবলসে ধ্রুব কাপিলা ও তৃষা ক্রাস্তো পঞ্চদশ বাছাই হয়েছেন। ২০২৬-এর ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত প্লেয়ারদের র‍্যাঙ্কিং অনুযায়ী এই টুর্নামেন্টে খেলার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। পুরুষ ও মহিলা বিভাগে শীর্ষ বাছাই হয়েছেন চিনের শি উকি ও দক্ষিণ কোরিয়ার আন সে ইউং।

জাপানের আকানে ইয়ামাগুচি দ্বিতীয় ও চিনের ওয়াং জি ই তৃতীয় বাছাই হয়েছেন। বুধবার প্রতিযোগিতার ড্র হয়েছে। বাছাইদের মধ্যে কেউ নাম তুলে নিলে তালিকায় সমান্য বদল হতে পারে। পুরুষদের ডাবলসে শীর্ষ বাছাই দক্ষিণ কোরিয়ার কিম ওয়ান হো এবং সিউ সিউন জাই। মহিলাদের ডাবলসে শীর্ষ বাছাই চিনের লিউ শেঙ সু ও ট্যান নিং। এছাড়া মিক্সড ডাবলসের শীর্ষ বাছাই জুটি হলেন চিনের ফেন ইয়ান জে ও হুয়াং ডং পিং।

# চার নেট স্পিনারকেও পাঠানো হল শ্রীলঙ্কায়

**মুম্বই, ৫ জুলাই :** বোর্ড এবং নির্বাচকরা নিশ্চিত যে শ্রীলঙ্কায় ভারতীয় ক্রিকেট দলকে প্রবল স্পিন আক্রমণ সামলাতে হবে। আর সেটা ভেবে চারজন স্পিন বোলারকে প্রথম টেস্টের প্রস্তুতিতে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। যাদের কাজ হবে নেটে ভারতীয় ব্যাটারদের যত বেশি সম্ভব প্র্যাকটিস দেওয়া।

ভারতীয় বোর্ড ধরেই নিয়েছে গল এবং কলম্বোতে স্পিন সহায়ক উইকেট দেওয়া হবে। আর সেখানে মোকাবিলা করতে হবে শ্রীলঙ্কার স্পিনারদের। এটা মাথায় রেখে চারজন নেট স্পিনারকে শ্রীলঙ্কায় পাঠানো হচ্ছে। এরা সবাই ঘরোয়া ক্রিকেটে পরিচিত মুখ। এই চারজন স্পিনার হলেন হর্ষ দুবে, শিবাঙ্গ কুমার, তনুষ কোটিয়ান ও বিপরাজ নিগম। বোর্ড এক বার্তায় এই চারজনের নাম জানিয়েছে।

হর্ষ বাঁহাতি স্পিনার। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে এক দিনের ম্যাচে তাঁর অভিষেক হয়েছিল। দুটি ম্যাচে তিনি চারটি উইকেট নিয়েছিলেন। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে ভাল খেলার ফল হিসাবে একদিনের দলে ডাক পেয়েছিলেন হর্ষ। ২৪ বছরের শিবাঙ্গও বাঁহাতি স্পিনার। এবার তিনিও সানরাইজার্সের হয়ে আইপিএলে খেলেছেন। ১৩ ম্যাচে ৯টি উইকেট নিয়েছেন। দুজনের মধ্যে হর্ষের অবশ্য ব্যাটের হাত ভাল।

মুম্বইয়ের হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলা তনুষ ডানহাতি অফব্রেক বোলার। ২৭ বছরের এই স্পিনার ৪৪টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলে ফেলেছেন। তাঁর দুটি সেঞ্চুরিও রয়েছে। বিপরাজ নিগম দিল্লি ক্যাপিটালসের দলে ছিলেন। লেগব্রেক বোলার। দুই মরশুম আইপিএলে খেলে ১৯ ম্যাচে ১৩টি উইকেট নিয়েছেন। আইপিএলের পর শ্রীলঙ্কায় তিন দলের টুর্নামেন্টে তিনি ৭টি উইকেট নিয়েছিলেন।

দুই টেস্টের সিরিজে ভারতীয় স্পিনারদের মধ্যে মানব সুতারের দিকে নজর থাকবে। তিনি মুল্লানপুরে অভিষেক টেস্টে অনেকগুলি উইকেট নিয়েছিলেন। এছাড়া কুলীপ যাদব তাঁর অভিজ্ঞতা দিয়ে সুতারের পাশে থাকবেন। ওয়াশিংটন সুন্দর চোটের জন্য এই সফরে নেই। এখনও পর্যন্ত এটা পরিষ্কার নয় যে সাই সুদর্শন শেষপর্যন্ত শ্রীলঙ্কায় যেতে পারবেন কিনা।

দুই টেস্টের এই সফরে ছড়ি ঘোরাতে পারেন স্পিনারাই। কলম্বোতে বুধবারের ছবি।